সংবাদ প্রচার জন্য নম্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, স্রোত সহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইচ্ছামতীর পশ্চীম তীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারী বান্দিয়া, দাঁড়াইয়া; জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়া নৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মপস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারের সাজ সজ্জা, বাহার জাঁক জমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আশন। তিন-খানি বড় চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে একখানা গালিচা পাতা। তাহার উপর দুইখানি গদীবসান ভাল চ্যায়ার। তদুপরি—জড়াও চাঁদওয়া। জিলার হাকিমান, থানাদার, জমাদার বরকন্দাজ, চৌকিদার সকলেই হাজির। দুই প্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণ প্রজার হরিবোল এবং আল্লা ধ্বনীতে জলস্থল কাঁপিতে গাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণ সহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ-রবে আনন্দধ্বনী করিয়া উঠিল। জলস্থল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনীর প্রতিধ্বনী অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে চুপ্ চুপ্ কথা উঠিয়া, অতি অল্প সময়, ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নিরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণ মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি কিছু বলিবার থাকে তহা বল"—

মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতি কম হইলে দশ হাজার মুখে এক যোগে বলিয়া উঠিল—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমীতে জবরাণে নীল বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে

পারিলেন না। শেষ সমুদয় পারিষদ স্বয়ং বঙ্গাধীপ, স্থানীয় হাকিমান প্রভৃতি প্রজার প্রার্থনাপত্র হাতে লইয়া লাট সাহেবের দক্ষিণ বামে রাখিতে লাগিলেন। পাঠক! একেবারে উপকথা মনে করিবেন না। এত প্রার্থনাপত্র দাখিল হইল যে লাট বাহাদুরের দুই পার্শ্বে দুইটী কাগজের স্তূপ খাড়া হইল। একটী মানুষ সেই স্তূপের পার্শ্বে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তথাচ ইতি নাই, ক্রমেই হাতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রজার আর্ত্তনাদ। নীলকরের দৌরাত্ম্য কথা, অত্যাচারের কথা, লাট বাহাদুরের কানে আসিতেছে। মুখে যে কথা প্রার্থনাপত্রেও সেই কথা। তবে বিস্তারিত রূপে লিখা। কিন্তু মূল একই। প্রজার মনের ভাব, প্রার্থনাপত্রের চুম্বক ভাব বুঝিতে লাট বাহাদুর কেন? দরবারাস্থ যাবতীয় লোকেরই বুঝিতে বাকি রহিল না। নীলকরের অত্যাচার যে প্রজাগণের অসহনীয় তাহা ও বেশ বোঝাগেল। নীলকর পক্ষীয় লোকের এবং দারগা, জমাদার ও স্থানীয় হাকিমান, জমীদার সকলের সম্মুখে প্রজাগণ কাতরস্বরে দুঃখের অবস্থা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল। মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। হাকিমান লজ্জিত, দারগা, জমাদারের মাথা হেট্, নীলকরের মুখে চুন কালী, প্রজার চক্ষে জল! আর বুঝিতে বাকি কি? সকলেই বুঝিলেন, হাকিমান বুঝিলেন, বঙ্গাধীপও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন যে যথার্থই নীলকরগণ অত্যাচারী। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত উতলা এত উত্তেজিত। এত একগুঁয়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছে আপাততঃ মিষ্ট কথায় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গাধীপের আদেশে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পারিষদ মহোদয় উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন।—

"প্রজাগণ! তোমরা স্থির হও, এত উতলা হইও না। স্থির হইয়া শুন। গোল করিলে তোমাদের কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিবে। স্থির হইয়া কথা শুন।"—

প্রজাগণ! তোমারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা তোমাদের প্রতি সবলেরা কোন প্রকার অত্যাচার নাকরে, চোর ডাকাতে তোমাদের টাকা কড়ি লুট পাট করিয়া না লয়। জমীদার, নীলকর তোমাদিগকে অন্যায়রূপে কোন প্রকারে কষ্ট না দেয়, জোর জবরাণ না করিতে পারে তাহার জন্যই অর্থাৎ

তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্যই স্থানে স্থানে থানা, মহকুমা জিলা বসান হইয়াছে। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাক ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। নীলকরের অত্যাচারে তোমরা যে কষ্টে আছ তাহা বেশ বোঝা গিয়াছে।

প্রজাগণ মধ্য হইতে একজন বলিতে দশ জন বলিয়া উঠিল—দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! আমরা একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের জাত, কুল, মান প্রাণ সকলি গিয়াছে। পেটে ভাত নাই। তাহার উপর আমীন খালাসীর বেতের ঘা, কপালগুণে কোন কোন দিন শ্যামচাঁদের সঙ্গেও আলাপ। দেখুন! পেটের পীঠের অবস্থা দেখুন! আর কি বলিব।—”

পারিষদ সাহেব বলিলেন—আর দেখাইতে হইবে না। তোমাদের দুর্দ্দশার বিষয় সকলেই ভাল মত বুঝিয়াছেন। শুন—স্থির হইয়া আমার কথা শুন। যাতে তোমাদের ভাল হইবে, তোমরা সুখে থাকিবে তাহাই শুন।

তোমরা জমিদারকে দস্তুরমত জমির খাজানা বিনাওজরে দিবে। নীলকর কি জমিদার তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে প্রথম থানায় জানাইবে। পরে তাহারা যাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ মাজিষ্টার সাহেব নিকট জানাইতে বলিলে তাঁহার নিকট জানাইবে। তিনি তোমাদের নালিস শুনিবেন—তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা যাহাতে সুখে থাক তাহার উপায় করিবেন। তোমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক যদি নীলের আবাদ না কর তবে তোমাদিগকে জোর করিয়া কেহই নীল বুনানী করাইতে পারিবে না। যে জোর জবরাণ করিবে সেই শাস্তি পাইবে। বড়, ছোট, গরীব, ধনী, কৃষিপ্রজা, জমিদার কি নীলকর বলিয়া বিচারে কোন ইতর বিশেষ নাই। বিচারাদালতে সকলেই সমান। এমন বিচারে আর তোমাদের ভয়ের কারণ কি? মন্দ কাজ করিলে তোমরাও যেমন শাস্তি পাইবে, নীলকর সাহেবও তেমনি শাস্তি পাইবেন। যে অপরাধে তোমরা ফাটক খাটিবে, সেই অপরাধে নীলকর সাহেবও জেলে যাইবেন। বিচারাদালতে কোন প্রভেদ নাই। কোনরূপ খাতির নাই। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজই করাইতে পারে না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা নীল বুনিয়া তাহার মজুরী লও। ইচ্ছা না হয় নীল বুনিও না, মজুরী পাইবে না।

শত মুখে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমরা মজুরী চাই না। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু নীলের বীচ আর হাতে করিব না। মজুরী আমাদের মাথায়। আমরা কিছুতেই আর নীল বুনিব না।—

পারিষদ সাহেব। "শুন! আরও শুন! সে তোমাদের ইচ্ছা। অনিচ্ছায় তোমাদিগের দ্বারা কেহই কিছু করাইতে পারিবে না। আর তোমাদের এই সকল দরখাস্তের বিচার কলিকাতায় গিয়া হইবে। তোমরা ইহার খবর সত্বরেই জিলার হাকিমান সাহেবগণের মুখে শুনিতে পাইবে। আর তোমাদিগকে আভাষ বলিতেছি, সালঘর মধুয়ার কুঠীর নিকটে শীঘ্রই এক নূতন মহকুমা খোলা হইবে। পদ্মাপারের প্রজাকে পদ্মাপার হইয়া আর পাবনায় আসিতে হইবে না।

প্রজাগণ অন্তরের অন্তঃস্থান হইতে মহারাণীর জয়! জয় মা ভারতেশ্বরীর জয়! ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই হাত তুলিয়া লাট বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এত দুঃখের পর এত যন্ত্রণা এত ক্লেশের পর প্রধান রাজপুরুষের মুখে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল প্রায় হইল। দারগা, জমাদার প্রহরী, সান্ত্রী কেহই আর সে গোলযোগ নিবারণ করিতে পারিল না। পুনঃ জয়ঘোষণা, পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ—হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আশীর্ব্বাদ। অতিকম হইলেও ২০ হাজার কণ্ঠ হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়ধ্বনী হইতে লাগিল—সেপাই, সান্ত্রী, প্রহরী, দারগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না। জবরাণে কেহ নীল বুনানী করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না। দুহাত তুলিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সে জয়ঘোষণা—সে আশীর্ব্বাদে বাধা দেয় কার সাধ্য! ঘোর উন্মত্ত। কে কাহার কথা শুনে, কে আজ কাহাকে মান্য করে! কার কথায়, কার নিবারণে সে মত্ততা হইতে ক্ষান্ত হয়? মনে অন্য কোন কথা নাই, ভবিষ্যত ভাবনারদিগে কাহারও মন নাই, গ্রামে ফিরিয়া গেলে নীলকরের হাতে জাতি মান প্রাণ বজায় থাকিবে কিনা? যে টুকু আছে—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা থাকিবে কিনা? বাড়ী

গিয়া স্ত্রী পরিবার সন্তান সন্ততি ভাই বন্ধু পরিজনের মুখ দেখিতে পাইবে কিনা? আজিকার এ ঘটনার পরিনাম ফল কি? ইহার সীমা কোথায়। সে সকল কথারদিগে কাহারও মন নাই। জয়রবে উন্মত্ত। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কণ্ঠ শুষ্ক। স্থানীয় হাকিমান, শান্তিরক্ষক মহোদয়গণ, এই উত্তপ্ত সুবর্ণ মাখা, রাজ-বচনাবলি তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে কি না? তাঁহারা রক্ষা করিবেন কি না? রক্ষা করিতে পারিবেন কি না? নিরীহ প্রজার প্রাণ, নীলকর রাক্ষসের বিষময় বিশাল দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না? অসীম সুখ সাগরে ভাষিয়া আবার বিষাদ তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়া একেবারে ডুবিতে হইবে কি না? ক্রমে নব জীবন স্থায়িত্ব হইবে কি না? হইবার আশা আছে কি না? সে বিষয় কাহার মনে নাই। আনন্দে বিভোর, জয়রবে বিহ্বল, জয়রবে মত্ত, কার কথা কে শুনে? সুতরাং সভাভঙ্গ —বঙ্গেশ্বর পারিষদ সহ সোনা মুখিতে উঠিলেন। স্থানীয় জমিদার নীলকর, মহাজন সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আহ্বান হইল। ক্রমে সকলেই সোনামুখিতে যাইয়া লাট বাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

চলুন আমরা প্রজাগণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা পার হই। আর তাহারা আজ যে মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া চলিল, চলুন তাহাদের মনের ভাবটা ভাল করিয়া শুনিয়া লই। বড় কঠিন স্থানে আসা হইয়াছে। মানব জীবনে—নবজীবন। বড়ই কঠীন ব্যাপার! কি যে ঘটিবে; প্রজার ভাগ্যে কি ঘটিবে! তাহা সেই অন্তঃর্যামী ভগবানই জানেন।

বঙ্গেশ্বর অদ্যই পাবনা ছাড়িবেন। পাবনার বর্ত্তমান শ্রী সোনামুখির ধূম উদ্‌গিরণ সহিত একেবারে বিশ্রী হইয়া যাইবে। আর কেন? আগমনে যোগ আনন্দকর—বিদায়ে যোগ বড়ই দুঃখকর—চলুন আর এখানে থাকা নয়।

ত্রিংশ তরঙ্গ।

মনের কথা।

পাঠক! আমিও বলিতেছি মনের কথা—আপনারাও শুনিতেছেন উদাসীন পথিকের মনের কথা। এখন প্রাণ ভরিয়া একবার প্রজার কথা শুনুন। এ কয়েক দিন তাহারা কি শুনিল, কি বুঝিল, কি পাইল—ঐ শুনুন অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। অধমও সঙ্গেই আছে।—

১ম প্রজা। ভালই হল! পদ্মাপাড়ী দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পেলেম। বাঁচা গেল। কুঠীর নিকটেই মহকুমা হবে। হাকিম থাক্‌বে। যখন যাহা হবে তখনি হাকিমকে জানাইতে পারিব। প্রাণটা হাতে করে পদ্মা পাড়ী দেওয়ার দায় হইতে ত বাঁচা যাবে।

২য় প্রজা। হলেত ভালই হয়! ভায়া! না হলে আর বিশ্বাস নাই।

১ম। ভায়া! তাকি আর না হয়ে যায়? একি তোমার আমার কথা? না—বড়লোকের কথা? ভায়া! এ সাহেব সুবার কথা। একথার মার নাই।

২য়। তাত বটে! তোমার আমার কথাটা যেন ভাল করে না বুঝেই বল্‌লেম যে বুঝেছি। আর ভায়া কষ্টের জীবনে, অনাটনের সংসারে, স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ কন্যাদায়ে এবং অন্নচিন্তায় আমাদের কথা ঠিক থাকে না—থাকিতে পারে না। আমরাও কথা ঠিক রাখিতে পারি না।—তা ঠিক! কিন্তু বড়লোকের কথাটা কি রকম?

১ম। ভায়া হে! রকম আর কিছু নয়। বড়লোকের সকলই বড়, দান বড়, কৃপণতা বড়, মান বড়, অপমান বড়, গলাও বড়, কথাও বড়। যেখানে বড় কথা, সেইখানেই গোলের কথা। ওকথাও বড়লোকেরই কথা। কিন্তু সে মুখ ভিন্ন—সে কথাও ভিন্ন। সে কথার মূল্য অনেক। ভায়া! ইংরেজের যে কথা সেই কাজ।

২য়। আচ্ছা আর একটা কথা। আমরা এত দিন না বুঝে কত বোঝাই যে মাথায় বয়েছি, কত ভূতেরই যে বেগার খেটেছি, কত জনেরই যে বিনামা

সোজা করেছি। না বুঝে কারনা পায় ধরেছি। কত কষ্টই ভোগ করেছি। তার আর ইতি নাই।

১ম। ভায়া! যাহবার হয়েছে। এখন দেখে, শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, একটুকু যেন শক্ত হয়েছি। আর এ কয়েক দিনে দেখলম অনেক শুনলেমও অনেক। ধাঁদা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয়, সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া! রাজার ভাবই ভিন্ন। দেখলে না লাট সাহেবের কাছে জজ মাজিষ্টার যেন কিছুই নহে। চুপ্ চাপ্; কথাটী মুখে নাই। মাছিটী পর্য্যন্ত নড়ে না। সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে, ভয়ে ভয়ে তাকায়, ভয়ে ভয়ে কথা কয়। নীলকর সাহেবরা কে কোথায় পড়ে রৈল, ভায়া! দেখেছ ত? লাট সাহেব তাদিগকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা কল্লে না। খাতির তওয়াজার নামও কল্লে না। যেমন আমরা তেমন তাহারা। মফস্বলে দারগা, জমাদারদের লাফানি ঝাপানী দেখে কে? বাপ্‌রে! বরকন্দাজের তেরী মেরী কথাইবা কত! আজ কেমন দুরন্ত? লাট সাহেবের কাছে কেমন সোজা? জোড় হাত—এক হাত দু হাত নয়, ভায়া! একেবারে ৫০ হাত তফাৎ! খাড়া পাহারা। বাপ্‌রে বাপ! বড় বড় হাকিম! বড় বড় জ্যান্ত বাঘ! আজলাটের সম্মুখে যেন বিড়াল। চুঁ শব্দটী মুখে নাই।

২য়। ভায়া! সত্তি সত্তি কি আর নীল হবে না?

১ম। ভায়া! শুন্‌লেকি? নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনী তবে হবে। নীলকর সাহেবরা জবরাণ করে আর বুনিতে পারিবে না। আমাদের ধানের জমীতে আর জবরাণে মার্কা দিয়া নীল জমীর সামীল করিতে পারিবে না। যে জবরাণ কর্ত্তে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সেকি যে সে মুখের কতা? নিশ্চয় যেন যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

২য়। জেলে ত যাবে! ধরে নিয়ে গিয়ে যদি আগেই কাজ ঠাণ্ডাকরে দিলে তখন জেলে গেলেই কি, আর ফাঁসীতে ঝুলালেই আমাদের লাভ কি? আমরাত সারা হলেম!

১ম। নাহে—না! ঈশ্বর আছেন। আর সারা হতে হবে না! আমরাত আর স্বইচ্ছায় নীল বুনিব না। আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরাণে নীল বোনে। সকলে এক যোট থাক্‌লে আর ভয় কি ভায়া? যে ব্যাটা

আমাদের জমিতে নীল বুনতে কি চাষ দিতে আসবে, সে ব্যাটার মাথা আগে ভাঙ্গবো। প্রাণ দিব তবু নীল বুনিব না। নীল বুনিতে জমিও দিব না।—চল, শীঘ্র শীঘ্র চল। পদ্মা পাড়ী দিয়া ওপারে যেতে পাল্লে বাঁচি। লাট সাহেবের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আর যেন আমাদিগকে পদ্মাপারে না আসিতে হয়।

নানা পথে, নানা কথা তুলিয়া প্রজাগণ হাঁসি খুসিতে যাইতেছে। কেহ নীলকরের পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিতেছে। কেহ মাজায় কাপড় বান্দিয়া বাহাদুরী জানাইয়া "নীল আর হবে না নীল আর হবে না" এই কথা চিৎকার করিয়া কহিতে কহিতে যাইতেছে। কথায় কথায় লাটসাহেবের খোসনাম গান গাইতেছে। সোনামুখীরইবা কত সুখ্যাতি করিতেছে।

একত্রিংশ তরঙ্গ।

বৈঠক।

প্রজাগণ মনের আনন্দে হাসি খুসী করিতে করিতে গ্রামে আসিল। যাহারা বাড়ীতে ছিল তাহারা এই সু-খবর শুনিয়া মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার হইল। দুহাত তুলিয়া লাটবাহাদুরের দীর্ঘজীবন ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। মেয়ে মহলেও হুল স্থুল পড়িয়া গেল। উলু উলু ধ্বনীতে গ্রাম, পল্লী, পাড়া জাগিয়া উঠিল। "নীল আর হইবে না" এই কথা শুনিতেই বৃদ্ধা, যুবতী, এমন কি বালিকার প্রাণ পর্য্যন্ত আহ্লাদে আট খানা হইয়া গলিয়া পড়িল। আমীন, তাগাদগীর, পাইক প্যাদার ভয় স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে অনেক তফাৎ হইল। কেনীর নামে প্রাণ কাঁপিত—শরীর রোমাঞ্চিত হইত, আজ যেন আর সেরূপ হইল না। কুঠীর নামে মুখ বুক শুকাইয়া হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত, প্রাণ ধর ফড় করিত তাহাও যেন আর হইল না। লাট সাহেবের হুকুম, নীল আর হইবে না। মুখে মুখে কথা সংক্ষেপ—ক্রমেই সংক্ষেপ—শেষে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে লাট সাহেবের হুকুম, 'নীল আর হবে না'।

নূতন কথা, নূতন ঘটনা, মানুষের মুখে, নূতন নূতন খুব চর্চ্চা হয়। বিশেষ মহাস্বার্থের আভাস থাকিলে দিন রাত্রে সহস্র বার মুখে আওড়াইলেও মনে সুখ জন্মে না। প্রজামহলে দিবা রাত্রি ঐ কথা! কুঠীর কথা—কেনীর কথা, সর্দ্দার লাঠীয়ালের কথা—আমিন তাগাদগিরের কথা,—জুলুম বদিয়তের কথা, সর্ব্বদা তোলা পাড়া হইতে লাগিল। কিন্তু আগে যেমন নামেই আতঙ্ক নামেই হৃৎকম্প, নামেই অজ্ঞান, তাহা যেন আর এখন নাই। সকলে এক জোট, এক পরামর্শ থাকিলে একা কেনী কি করিবে? নীলকর আমাদের রাজা নহে। তাহারাও প্রজা, আমরাও প্রজা,—রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? এই কথা কএকটী প্রজার অন্তরের অন্তঃস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতেই ভাবের ভিন্ন, সাহসের সঞ্চার, সু-দিনের লক্ষণ—তাহাতেই পথিক বলিতেছে প্রজার নব জীবন লাভ। অথবা চিরবন্দীর—হঠাৎ মুক্তি লাভ।

কএক দিন এইরূপ মনের আনন্দেই কাটিয়া গেল। গ্রামের মাথাল মাথাল, পরামাণিক (প্রধান) দুই চার জন একত্র হইয়া মাঝে মাঝে অতি চুপে চুপে পরামর্শ করে। কি পরামর্শ তাহারাই জানে। একদিন শুনা গেল যে একজন কাড়াদার গ্রামে গ্রামে কাড়ামারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া যাইতেছে "ভাই সকল। কাল বেলা দুই প্রহরের সময় সাগোলাম সাহেবের বাটীতে এ অঞ্চলের সমুদয় প্রজার এক বৈঠক হইবে। এদেশ হইতে যাতে নীল একেবারে উঠে যায় সেই জন্য বৈঠক হইবে। সকলেই বৈঠকে যাইও। দেশের ভালর জন্যই বৈঠক, সকলেরই যাওয়া দরকার।"

দশজনে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যে লাভ আছে, তাহা প্রজাগণ তখন বেশ বুঝিয়াছিল। পরদিন নিদৃষ্ট সময়ে, ছেলেয় বুড়য়, হিন্দু মুসলমানে একত্রে সাগোলামের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, দেশহিতকর বৈঠকে যোগ দিল। চার দিক হইতে প্রজাগণ আসিতে আরম্ভ করিল। উপরে আঙ্গিনা জোড়া সামিয়ানা নিচে সতরঞ্চীর বিছানা। অতি অল্প সময় মধ্যে বৈঠক প্রাঙ্গন পূরিয়া আঙ্গিনার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে সামিআনার বাহিরে উলঙ্গ শীরে মনের আনন্দে দাঁড়াইয়া গেল। বর্ষাকালের সেই উত্তপ্ত সূর্য্যতাপ, ভ্রূক্ষেপ নাই, অনায়াসে সহিয়া বৈঠকে যোগ দিল। এবং মনঃসংযোগে কথা সকল শুনিতে লাগিল।

বৈঠকের প্রধান কর্ত্তা দুইটী জমীদার। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। বলা বাহুল্য মুসলমানটী সাগোলাম। হিন্দু জমীদারটীর এইমাত্র পরিচয় যে তিনি দেশের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ নিকট মহামাননীয়। সকলেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে।

সেই সর্ব্বজন পূজীত মহামহিম মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে অতি-মিষ্ট ভাবে বলিতে লাগিলেন—

সভাস্থ হিন্দু মুসলমান মহোদয়গণ! নীলকরের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি। জমীদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্য শ্রেণী, ধর্ম্মযাজক, গুরুদেব, গোঁসাই, পীর, ফকির, এমন কি মুটে মজুর পর্য্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির। তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই উপস্থিত বৈঠকে অনুমান পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত আছেন। বোধ হয় এই পাঁচ হাজার লোকের মনেই কেনীর অত্যাচার কাহিণী সর্ব্বদা জাগ্রত ভাবে, জলন্ত আকারে গাঁথা রহিয়াছে। সে সকল কথা, সে সকল অত্যা-চারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রোয়জন। কেনা ভুগিতেছে, কেনা জ্বলিতেছে, কেনা কেনীর অত্যাচার-আগুণে পুড়িতেছে। এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের মূর্খতা হেতু আমরা বুঝিতে পারি নাই, যে আমাদের প্রতিপালক এবং সর্ব্বরক্ষক রাজা নীলকর নহে। নীলকর আমা-দের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা নহে। ভ্রমেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ভ্রমেই আমাদের এত কষ্ট উপভোগ করাইয়াছে। পাবনার দরবারে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের রাজার দয়ার পার নাই। গুণের সীমা নাই। নীলকরই হউন, আর বিলাতবাসী অন্য কেহই হউন, অত্যাচরী হইলে, আমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার অবিচার করিলে, রাজ হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। রাজ-বিচার হইতে কিছুতেই অত্যাচারীর অব্যাহতি নাই। রাজ চক্ষে তাহারা এবং আমরা উভয়েই সমান। এ কথার প্রমাণও ঐ দর-বারেই পাওয়া গিয়াছে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কেনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? সেকি সহজে ছাড়িবে? সে নর-ব্যাঘ্র এতদিন যে রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, উদর পরিপোষণ করিয়াছে। তাহার স্বাদ কি সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইবে? না—ভুলিতে পারিবে? তাহার অনায়াস লাভের

আশা হইতে সে কি সহজেই হস্ত সঙ্কোচিত করিবে? না মন ফিরাইবে? কখনই নহে। অতি কম হইলেও বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের পথ সে কি লড়িয়া ভিড়িয়া না দেখিয়া অমনি বন্দ করিবে? কখনই নহে। পূর্ব্ব হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্ব হইতেই রক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ভাই সকল! মনযোগ করিয়া শুনিতে থাক! লাট সাহেব বাহাদুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের করা কর্ত্তব্য। ও সকলেরই তাহা শিরোধার্য্য! কেনী জবরাণ করিয়া নীল বুনানী করিতে পারিবে না—রাজার আজ্ঞা, কিন্তু ভাবি অত্যাচার নিবারণের কোন নির্দৃষ্ট উপায় রাজ আজ্ঞায় নাই। ঘটনা হইলে, প্রমাণ গ্রহণ—পরে বিচার। আমরা নীল বুনিতে কি নীল জমীর চাষ করিতে, অথবা নীলকরের সঙ্গে কোন রূপ সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিব না। সেও ছাড়িবে না। কেনী যথাসাধ্য বল প্রকাশে আমাদিগকে নির্যাতন করিয়া তাহার জেদ বজায় রাখিতে, প্রচলিত প্রথা রক্ষা করিতে, নীলের আয় হইতে বঞ্চিত না হইতে, তাহার গোচর্ম্ম নির্ম্মিত শ্যামচাঁদ, সকলের মাথার উপর ঘুরাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। জোর জবরদস্তি, মার ধর, লুট্‌পাট্ এখন যা আছে, তাহার চেয়ে দশগুণ বেশী করিবে। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মিথ্যা প্রমাণ জোটাইয়া ফাটকে আটক করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন করিবে। যাতে হয়, যে উপায়ে আমরা তাহার পদানত হই, তাহা করিতে আর এদিক ওদিক তাকাইবে না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় এ সকল প্রতি লক্ষ থাকিবারত কথাই নাই। আমরা নিজেরা নিজকে রক্ষা করিতে পারিব না। তবে এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? পশুরাও নিজেরা নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ—রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা নিজকে নিজে রক্ষা করা দূরের কথা, একদল, একজাতী, এক গ্রাম, এক দেশ, একত্র হইলেও রক্ষা করিতে পারি কিনা সন্দেহ। নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব, দেশের হাকিমের নিকট জানাইব,—রক্ষা কর বলিয়া গল-বস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।

নিজেরা নিজকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কেনীর দুর্দ্দান্ত প্রবল প্রতাপ এবং বিষম আক্রমণ হইতে নিজেরা নিজকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কিন্তু

সকলে একজোট একমন একমত হইয়া থাকিলে বোধ হয় কোন কোন বিষয় রক্ষা করিতে পারিব। যাহা না পারিব, পারিলাম না দেখিলাম—নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলাম না; শেষ পক্ষে সর্ব্বরক্ষক হর্ত্তাকর্ত্তা বিচারকর্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি, রাজসংশ্রবী যাহাকে যেখানে পাইব, রক্ষা হেতু সবিনয়ে প্রার্থনা করিব।

আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—২০।২৫ জন কুঠীর সর্দ্দার লাঠিয়াল গ্রামের কোন প্রজাকে ধরিয়া লইতে আসিল। সে ২০।২৫ জন সর্দ্দারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একা একজনের সাধ্য নহে। আত্মীয় স্বজন, ভাই বেরাদর কতই আছে যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া সে দুরন্ত ডাকাতদিগের হস্ত হইতে বাড়ীর কর্ত্তাকে রক্ষা করে। পাড়া প্রতিবাসী, আবশ্যক বোধ করিলে—গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে; কথার কথা—রামনাথ মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু রামনাথ একা কিছুই করিতে পারে না। খুব বিবেচনা কর, দেখ নীলকর কসাইয়ের হস্ত হইতে বাঙ্গলার গরুগুলা রক্ষা করিতে হইলে একা একজনে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতেই বলিতেছি আমরা নিজেরা নিজে রক্ষা করিতে অক্ষম। কাজেই সকলকে, সকলের আপদ বিপদে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। একজনের প্রতি নীলবানরে লঙ্কা পোড়া-ইবার উপক্রম করিলে—আর কিছু নয় সুধু থুথু দিয়া সে আগুণ নিবাইয়া দেওয়া সকলের উচিত। যে বিপদই কেন হউকনা, একের মাথায় ষোল আনা ভর পড়িলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মাজা দমিয়া যাইবে, হয়ত একেবারে সারা হইতে পারে। আর সেই বিপদ-ভার আমরা সকলে যদি তিল তিল করিয়া বাঁটীয়া লই তাহা হইলে কি হয়? ভাই সকল! বল দেখি তাহাতে কি আমরা মারা পড়ি? আমাদের কিছুই হয় না। বিপদ বলিয়া একটি কথা ঘুণাক্ষরেও মনে ধারণা হয় না। শত্রুর মুখেও ছাই পড়ে। কারণ যত বিপদ চাপাইবে ঈশ্বর ইচ্ছায় তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে, কোন পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া কোথায় সংযোগ হইবে, তাহার সন্ধানই থাকিবে না। পরান্তই বল ক্ষয়। এইরূপ ক্রমে বল ক্ষয় হইলে কেনী কয় দিন নীলকার্য্য চালাইবে, কয় দিন সালবর মধুয়ায় বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে? লজ্জায়, অপমানে, দায়ে শেষ আমাদের সহিত আপস মীমাংসা

করিয়া যাহাতে উভয় কুল রক্ষা পায় তাহার কোন উপায় অবশ্যই করিবে, আমরাও তাহাতে সম্মত হইব। আমি এক্ষণে আমার মনের কথা বলিতেছি যে, ঐ উচ্চ বেদীর উপরে পৃথক পৃথক স্থানে তামা, তুলসী, এবং কোরাণ রাখা হইয়াছে, যাহাতে যাঁহার ভক্তি তিনি আপন আপন বিশ্বাস ও ধর্ম্মতঃ ঐ সকল পবিত্র জিনিষকে সরল চিত্তে মহা পবিত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অকপটচিত্তে একথা বলুন যে, 'আমরা আপদে বিপদে সকলকে সকলে সাহায্য করিব। একের বিপদ অন্যে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া মাথায় করিয়া লইব। নিজ বিপদ জ্ঞানে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব। অপারগ হইলে সকলে একত্রে রাজদ্বারে প্রার্থনা করিব।'

মুহূর্ত্ত পরে বৈঠকের প্রায় বার আনা কণ্ঠ হইতে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনী উত্থিত হইয়া, বায়ু বিমান এবং সামান্য আবরণ চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া অনন্তক্ষেত্রে অনন্ত নামের সহিত মিশাইয়া গেল। মিশাইতে মিশাইতে অবশিষ্ট কণ্ঠ হইতে "আল্লাহ" "আল্লাহ" রবে চারদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সে রবের প্রতিধ্বনী সহস্র চপলায়-চালিত হইতে হইতে স্থির বায়ু ভেদ করিয়া— ঈশ্বরের আসনস্থান "তাহতাস্ সারা" (চিন্তার অগম্য স্থান) পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ঈশ্বরে সাক্ষী করিয়া, পবিত্র জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া মনের বেগে অনেকেই স্পষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল। সকলের মনেই নূতন ভাব, এ যে কি ভাব তাহা সেই অনন্ত ভাবময় ভূতভাবন ভগবান ভিন্ন, মহাভাবুক, ও ভবভাবনা সংযুক্ত সহস্র সহস্র মহানুভবেরও বুঝিবার সাধ্য হইল না। সকলে পরস্পর বুকে বুক মিশাইয়া আলিঙ্গন আরম্ভ করিল। সে পবিত্র ভাবময় আলিঙ্গন, ভাবের মনমত তুলি ধরিয়া যথা যথা আঁকিয়া দেখাইতে পথিক অক্ষম। তবে সে সময়ের হাবভাবে যে ভাবটুক সামান্য ভাবে অনুভব হইয়াছে, আকারে, ইঙ্গিতে, আভাষে আলিঙ্গনের ভাবাভাবে বোঝা গেল যে সকলেই সকলকে কি যেন দিল। সকলেই যেন তাহা মনের আনন্দে গ্রহণ করিল। অথচ কাহার কোন বিষয়ে অভাব হইল না। দাতা গৃহীতায় সমান আনন্দ, সমান ভাব, সমান প্রণয়। প্রতিদানের যথার্ত্ত প্রমাণই মন খুলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন। বুকে বুক মিশাইয়া পরস্পরের মিলন। সে অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব চন্দ্রাতাপতলে কতক্ষণ বিরাজ করিয়া সূর্য্যতাপে

তাপিত, দগ্ধিভূতহৃদয় শীতল করিতে চন্দ্রাতপ বাহিরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে সা-গোলাম ধীর এবং গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রতি গ্রামেই এই বৈঠকের একটী শাখা বৈঠক হউক। শাখা বৈঠকে গ্রামের হিত অহিত, ভাল মন্দ বিষয় প্রতি সন্ধ্যায় আলোচিত হউক। কোন কথার মীমাংসা আবশ্যক হইলে সেই স্থানেই উপস্থিত বৈঠকে মীমাংসা হউক। এক বৈঠকে না মিটে পর দিন বৈঠকে আবার সে বিষয়ে অলোচনা হউক। তাহাতেও যদি মীমাংসা না হয়, সন্দেহ থাকে, আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সময়ে গ্রামে গ্রামে বৈঠকের প্রধানের মধ্যে যিনি আসিয়া যোগদিবেন, শাখা বৈঠকে মীমাংসা না হওয়া প্রস্তাব সদর বৈঠকে তিনিই মীমাংসা জন্য প্রস্তাব করিবেন। সকলের বিচেনায় যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই বলবত থাকিবে।

কেনীর টাকার কমি নাই। দশ বৎসর প্রজার সহিত লড়িলেও সে পিছু-পাও হইবে না। টাকার অভাবে বিবাদে খান্ত হইবে না। নীলের কারবার সহজে ছাড়িয়া দিবে না। আমাদের দশ জনের কাজ—সে দশ জনও দশ যায়গায়। সময় অসময় টাকার দরকার হইবে। উপস্থিত সময়ে দশ জনকে এক করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে করিতে তদবির বিলম্ব হেতু কার্য্যে বহু বিঘ্ন যে, না হইতে পারে এমন কথা নহে। টাকার অনাটনে ভাল কার্য্য মন্দ না হয়, তাহাও নহে। বাঘের সঙ্গে ছাগলের বিবাদ। নানা প্রকার বলের আবশ্যক। রক্ষা পাওয়াই কঠিন! তাহাতে টাকা অভাবে মারা গেলে বড়ই বিষম কথা। তাহাতেই আমি বলি—গ্রামে গ্রামে যে শাখা বৈঠক হইবে, সেই বৈঠকের প্রতি টাকা সংগ্রহ করার ভার দেওয়া আবশ্যক। সপ্তাহ অন্তে তহ-বিলের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা সদর বৈঠকের তহবিলে দাখিল করিতে হইবে।

থানায়, মহকুমায়, জিলায় আমাদের পক্ষের ভাল ভাল লোক, বিশেষ জিলায় মহকুমায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান উকীল মোক্তার রাখিতে হইবে। কেনী সহজে, কখনই ছাড়িবে না। নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়ত মকদ্দমা সাজাইয়া আমাদিগকে ফাটকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল লোক না রাখিলে—ভাল বুদ্ধি, ভাল পরামর্শ ভাল উপদেশ না পাইলে রক্ষা পাওয়া ভার হইবে।

আপন আপন গ্রামে আপন আপন বাড়ী, আপন আপন পরিবার রক্ষা করিতে সর্ব্বদা সকলে প্রস্তুত থাকিবে। কোন্ সময়, কোন্ পথে, কোন্ সুযোগে কেনী কাহার কপালে কি ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশের লোক যাহারা কেনীর পক্ষে থাকিবে, কেনীর সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে অনুনয় বিনয় যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে শাখা বৈঠকের অধীন এক একটী ডঙ্কা থাকিবে। সকলের মত হইলে ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিতে হইলে ডঙ্কাধ্বনী করিতে হইবে। যিনি যে অবস্থায় থাকিবেন, তাহাকে সেই অবস্থায় ডঙ্কাধ্বনী স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে।

যে উপায়ে হউক, শত্রুকে জব্দ করাই আমার মত। যাহাতে শত্রুর ক্ষতি হয় সে পথ অগ্রে অন্বেষণ করাই আমার ইচ্ছা। তাহাতেই বলিতেছি, কেনীর নিজ আবাদে কি প্রজার আবাদে যে গ্রামে যত নীল আছে, তাহা সমুদায় কাটিয়া পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাউক। আমরাই বুনিয়াছি, আমরাই কাটিব, আমরাই জলে ভাসাইব। এত দিন আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়াছি। কেনীর চক্ষের জল পড়িবে কিনা জানি না। পাকানীল জলে ভাসাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা গাত্রের জালাটুকু একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রায় দশ হাজার মুখে উচ্চারিত হইল ভাল কথা বেশ বলিয়াছেন! গায়ের জ্বালা একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রজাগণ তখনি উঠিল। ছাতী, লাঠী, গামছা লইয়া একে বলিতে দশ জনে খাড়া হইল। দলে দলে সভাস্থল হইতে বাহির হইতে লাগিল—সভা ভঙ্গ হইল।——

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ।

বিপরীত বুদ্ধি।

মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি। কেনীর সুখ-সূর্য্য অবশান হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তার সৌভাগ্য-শশীর চতুর্দ্দশীর ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিপদে,

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের ভোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিপরীত বুদ্ধিতে বিপরীত বুঝিয়া মহাবিপদে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সায়ংকাল। কুঠীর সম্মুখস্থ কালীগঙ্গা তীরস্থ ফুলবাগান মধ্যে কেনী, গঙ্গা সম্মুখে করিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। হরনাথ, শম্ভু এবং অন্য অন্য প্রধান আমলা, নীল কুঠীর প্রধান প্রধান দেওয়ান, প্রধান প্রধান আমীন, প্রধান প্রধান খালাসী তাগাদগীর সকলেই উপস্থিত। এখন কি হইবে? কি উপায়ে নীলকার্য্য চলিবে, কুঠী চলিবে,—কি স্থধু জমীদারিই চলিবে, তাহারই মন্ত্রনা। পাবনার ঘটনা, জোট, তাহার পর সাঁওতার বৈঠক। সকল সময়েই তাঁহারা সাবধান সতর্কে থাকিয়া সন্ধান লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বোধ হয় কিছু বাড়াইয়াই মনিব সাহেব নিকট দেশের অবস্থা, প্রজার ভাব জানাইয়াছেন। পাবনা গমনে প্রজাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, কার্য্যকারকগণ তাহার অনেকাংশ গোপন করিলেও কেনীর কাণে সম্পূর্ণ যাইতে বাকি ছিল না। গুপ্ত সন্ধানীরা সমুদায় কথা গোপনে কেনীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

কেনী বলিতে লাগিলেন—প্রজা ইচ্ছা করিয়া নীল বুনানী না করিলে জবরানে বুনাইতে পারিবে না। এ কথায় আর নূতন কি আছে। কোন্ নীলকর প্রজার দ্বারা নীল বুনানী করে! দাদন লইয়া, চুক্তিপত্র দিয়া প্রজা নীল বুনীতে বাধ্য, নীলকরও আপন মাল বুঝিয়া লইতে বাধ্য। এই কথা লইয়া প্রথমতঃ কিছু গোল যোগ হইবে বুঝিতেছি। বিচার আদালতে যখন আমরা প্রজা-দত্ত চুক্তিপত্র দাখিল করিব, তখন আর ওকথা থাকিবে না। তোমরা আগেই সাবধান হইবে। যখন যে চুক্তিপত্রের দরকার হয়, তাহা যেন পাওয়া যায়। তবে প্রজারা যে জোটবদ্ধ হইয়াছে—আমি বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন কাটাইলাম। বাঙ্গালার খবর জানিতে আমার বাকি নাই। তোমাদের কথা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা, তোমাদের দশ জনের এক হওয়া আমি সকলি জানি। আপন দেশের প্রতি তোমাদের যত মায়া, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সকলে এক পরামর্শ, এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করা ক্ষমতা তোমাদের যত আছে তাহা কেনীর জানিতে বাকি নাই। দিন দুই হৈ হৈ! তাহার পর যে সেই। হয়ত দুহাত নিচেই নামিতে হইবে। ওসকল জোট ওসকল বৈঠক অনেক দেখিয়াছি—

আমার কিছুই হইবে না। তাহাদের কিছু না হইলেও মাঝ থানে কতক-গুলী লোকের এই সুযোগে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। তোমরা দেখ ঐ সকল টাকা কড়ি লইয়াই উহাদের আপসে আপসে ঝগড়া, মারামারি নিশ্চয়ই হইবে। শেষফল আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। পায়ে পড়িয়া এক দল আমার আশ্রয় লইবে। দাদনের টাকা না লইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিবে।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমরা নিজেরা নিজকে যত দিন বিশ্বাস না করিবে তত দিন তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না। তোমরা কার্য্যের শেষ চিন্তা করিতে অবসর পাওনা। পরিণাম-ফলের দিকে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই নারাজ। সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুণ দিতে খুব পটু। ধরিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লম্ফে ঝম্পে খুব মজবুত। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া নীল উঠাইয়াদেয়, আমার দুঃখ নাই। এদেশে ইংরেজদিগেরই যে নীল কুঠী আছে, দেশীয় লোকের নাই ইহাও নহে। আমার নীল যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে রতন বাবুর কুঠীও মারা যাইবে। ঠাকুর বাবুর কুঠীই কি থাকিবে? মীর মাহাম্মদ আলীর কুঠীই কি চলিবে? এই প্রকার যত বাঙ্গালী জমীদারের কুঠী, যেখানে যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। আমার জমীদারী ত কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ও সকল কথা কিছুই নহে। তোমরা সাবেক বদস্তর কার্য্য চালাইতে থাক। এবারে যে পরিমাণ নীলের এষ্টিমীট পাইয়াছি তাহাতে গত সন অপেক্ষা তিনগুণ পরিমাণ বেশী নীল এই কুঠীতেই পাওয়া যাইবে। অন্য অন্য কুঠীর খবর এপর্য্যন্ত পাই নাই। এবারে বেশী পরিমাণ জমীতে নীল বুনানী করা আমার ইচ্ছা।—

কোন আমলা কেনীর কথার প্রতিবাদে কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না।

হরনাথ মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল—হুজুর! প্রজায় যদি আমাদের নীল জমী আবাদ না করে তাহা হইলে নীজ আবাদে কুঠীর নিদৃষ্ট জমী আবাদ করাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

কেনী রক্ত আঁখি তিনবার হরনাথের দিকে ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—

কোন্ প্রজায় নীল বুনিবে না? নীল না বুনিয়া আমার এলাকায় বাস করিবে?—একটু সামলাইয়া কেনী মনে মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ রাগ—একটু সামলাইয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—প্রজারা আমার নীল বুনিবে না, আমিও তাহাদের সাহায্য লইব না। অথচ নীলের আবাদ বেশী করিয়া করিব। আমার দেশ, তোমার দেশের মতনয়। এপ্রকার মুর্খের দেশ নয়। বিনা গরুতে আমার দেশে জমী আবাদ হয়। তুমি দেখ আমি বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিয়া জমী আবাদ করিব। আর কি চাও।"

হরনাথ মৃদু মৃদু হাসিয়া নতশীরে বলিলেন "হুজুর! তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা কি?"

কেনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন চিন্তার মধ্যে একটী কথাই বেশী চিন্তার—আমি দেখিতেছি সেইটীই শক্ত কথা—কুঠীর নিকট মহকুমা হওয়া—নাহওয়ার পক্ষে যতদূর পারি চেষ্টা করিব। পারিব এমন ভরসা নাই। এই বলিয়া ক্রমে নদী তীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমলাগণও মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃদু মন্দ গতিতে কালীগঙ্গার দিকে চলিলেন। জলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল—গঙ্গা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কেনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—নিরব! স্থির-দৃষ্টিতে চক্ষু জল স্রোতে,—আমলাগণ মহাব্যস্ত। ব্যস্ততার সহিত কথা, কি সর্ব্বনাশ! একি কাণ্ড! এত নীল কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল? কে ভাসাইল? এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণনা করিয়া শেষে আর গণনায় কুলাইল না। নদীর জল ঢাকিয়া খণ্ড খণ্ড নীল ক্ষেত সকল যেন জলে ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কতকক্ষণ হইতে ভাসিয়া যাইতেছে? কে জানে গৌরী জলে ভাসিতেছে কিনা? পদ্মার খরতর স্রোতে পদ্মার প্রসস্থ চরের অপর্য্যাপ্ত নীল, পর্ব্বতাকারে ভাসিয়া যাইতেছে কিনা তাহা কে জানে? কুঠীময় সোর পড়িয়া গেল যে, নীল ভাসিয়া যাইতেছে। কতলোক বড় বড় বাঁশ, বড় বড় লগী হাতে করিয়া বিনা উদ্দেশ্যে নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশ ফেলিল, লগি জলে ভাসাইল, ভাসমান নীল বোঝা আটকাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিল, একটিও আট-

কাইতে পারিল না। কেন আটকায়? দুই এক বোঝা আটকাইলে কি হইবে? আর সমুদায় আটকাইয়াই বা কি হইবে? ইহাতে কোন রূপ সার অংশ নাই, সমুদয় জলে ধুইয়া গিয়াছে। বিশেষ এত নীল এক দিনে জাঁত দিয়া মাল বাহির করিবার সাধ্যও কাহার নাই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দুই এক খানি নৌকা দেখা দিল। স্রোত-গতিতে নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। ডিহীর আমীন তাগাদগীর, সাহেবের চাকরগণ চিৎকার করিয়া বলিতেছে—হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পদ্মা, গৌরী, কালিগঙ্গা এই তিন নদী হইয়া এই প্রকার নীল ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজাগণ রাতারাতী নীল কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। যাহা বাকি আছে, তাহাও আজ রাত্রে আর রাখিবে না। আমাদিগকে সাসাইয়া, ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, "কুঠীতে খবর দিতে যাইতেছ ফিরিয়া আসিয়া আর বাড়ী, ঘর, দোর পরিবারের মুখ দেখিতে হইবে না। যাও জন্মের মত নীলের পাছে পাছে ভাসিয়া যাও।"

কেনী স্বচক্ষে নীলের এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। দশ বছর নীল না হ'লে কি কেনী মারা যাইবে? আর এই সকল নীল, যাহারা কাটিয়া গাঙ্গে ভাসাইয়াছে তাহারা কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? এখনই রওয়ানা হও। এক এক দলে ৫০। ৬০ জন লাঠিয়াল সর্দ্দার লইয়া রওয়ানা হও। যে গ্রামে নীল আছে সে গ্রামের লোককে কিছু বলিও না। যে গ্রামে দেখিবে নীল নাই, সে গ্রাম আর রাখিবে না। বাড়ী, ঘর, দোর, গাছ, পালা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া ঐ প্রকার জলে ভাসাইবে। আমি কাল এই সময় ঐ সকল প্রজার ভাঙ্গা ঘর, কাটা গাছ, গরু বাছুর, এই জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে চাই। যত টাকা লাগে ব্যয় কর। লাঠিয়াল, সর্দ্দার যে যত সংগ্রহ করিতে পার সংগ্রহ করিয়া আন। আর যাহারা এই সকল কার্য্যের গোড়া—তাহাদিগকে ধর, তাহাদের বাড়ী ঘর আগুণে পোড়াও। আর ছেলে মেয়ে, বুড়বুড়ী, যাকে পাও ধরিয়া আমার গারদে পোর। পাবনায় মোক্তার নিকট চিঠি লিখিয়া দেও যে, ডিহীর আমীন তাগাদগীর যাহার দ্বারা সুবিধা হয়, ফৌজদারীতে নীল খুনী বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেয়। আসামী করিতে কাহাকেও বাকি রাখিবে

না। এদিকে তোমাদের কার্য্য তোমরা করিতে থাক। আর যত সত্বরে হয় নীল-কাজ আরম্ভ করিয়া দেও। প্রতি কুঠীতে ডবল—তিন ডবল কুলী চাকর রাখিয়া নীল-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেও। খুব সাহসে, খুব বল বিক্রমে—নির্ভয়ে কার্য্য করিতে থাক। মীর সাহেবকে আনিবার জন্য এখনই লোক পাঠাও। চা'র জন দেশয়ালী যেন সঙ্গে যায়।"—

কেনীর হুকুমে আমলাগণ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। দুহাতে টাকা লুটিবেন, লাঠীয়াল সর্দ্দারের বেতনে, অন্য প্রকার খোঁসাখুঁসি, ঘুসঘাসে খুব এক হাত মারিবেন, সকলের মনেই এই আশা। সকলেই মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। কেনী কিছুক্ষণ নদীতীরে ফিরিয়া ঘুরিয়া হাওয়া খাইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে নিদ্রাদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন কি না,—তিনিই জানেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ।

ঘরের কথা।

মীর সাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহ কান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ আহ্লাদ সর্ব্বদা হাসী খুসী, রঙ্গ, তামাসা, গান বাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনি রহিয়াছে। মনে কি আছে ঈশ্বর জানেন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্ব্বে ছিল, হাব ভাবে বোধ হয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে। সাধারণ চক্ষে, দশ বছর পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্ব্বে স্ত্রী-পুত্র বিয়োগের পরে যে ভাব,—জামাই কর্ত্তৃক পৈত্রিক সম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্ত্তমান সুখ-সময়েও সেই একই ভাব। মীর সাহাবের মনের ভাব সুখে দুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসীর আভা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সাধারণ লোক সে কথা লইয়াও কত সময়ে কত আন্দোলন করিয়াছে। মীর সাহেব

কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ সুখে দুঃখে সমান ভাব। অন্তরের অন্তঃস্থানের ভাব অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন অন্যের জানিবার সাধ্য ছিল না। বসীরদ্দীন সাঁওতা ছাড়িয়া মীর সাহাবের শ্বশুর বাড়ীর অতি নিকটেই সপরিবারে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বমত মীর সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চির আমোদের সহিত সংসারযাত্রা নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন। খানসামা বিনদ বিদ্রোহী দলে সেই যে মিশিয়াছে, এখন ও মিশিয়াই আছে। কিন্তু পূর্ব্ব মত আদর, ভালবাসা আর নাই। সা-গোলাম এক্ষণ স্বয়ং মালিক।

মীর সাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী জিনাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদায় সম্পত্তি দৌলতন্‌নেসা ও তাঁহার মাতায় বর্ত্তিয়াছে বটে; কিন্তু মীর সাহেবই মালিক। মীর সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নাম মাত্র তাঁহাদের।

সা-গোলাম এবং মীরসাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহিনীপাড়া এপাড়া ওপাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখা শুনা হয় না। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা হয় না। উভয়ের চাকরে চাকরে, প্রজায় প্রজায়, অনুগত লোক জনের সহিত অনুগত লোকের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ, বচশা হইয়া থাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়া দাঁড়ায়। আদালত পর্য্যন্তও খবর হয়। উভয় পক্ষের লোকের, জরিবানা, ফাটক হইতেছে, যাইতেছে, মিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ বাধ্য হইয়া সা-গোলামের আশ্রয় লইতেছে। সা-গোলামও যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এখন মীর সাহেব কেনীর পক্ষে! দেশের লোকের বিপক্ষে।

মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয়। এ কথা এত দিন চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে, ঘরের কথা পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের ছিল না। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনা-স্রোতে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। মানবির কার্য্যের আদি অন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন। কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কে? তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সকলেই, বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞান-

বান। জ্ঞান, বুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনা-স্রোতঃ অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া, কত জীবন্ত জীবন ভাসাইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কোন্ বিষাদ-সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়।

মীর সাহেব জ্ঞানবান। পারিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা, শরীরের রক্ত, কাহারই তরল নহে। কেহই পাত্‌লা লোক নহেন। নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পরিপক্ক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটী কাঁচা কার্য্য হইতেছে যে, তাহার আভাষে ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না। সেই বামা কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নুপুরধ্বনী সময়ে সময়ে যে দৌলতন্‌নেসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনীই ঘটনার মর্ম্মগত আভ্যন্তরিক ভাব ও আভাষ। দৌলতন্‌নেসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সন্তান সন্ততি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ারই কথা। স্ত্রী-ধনে ধনবান, স্ত্রী কল্যানে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্ত্রীধনে অধিকার। রূপসীর সহ্য হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখী হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মীর সাহেব রূপসীকে ভাল বাসেন, যত্ন করেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতন্‌নেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাঁহার মন, স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীও যুটিয়া গেল।

দৌলতন্‌নেসা রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাঁহার সেই পূর্ব্ব ভাব, পূর্ব্ব কথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীর সাহেব দৌলতন্‌নেসায় যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় ভাব বর্ত্তমান তাহা ভঙ্গ করা। সাধ্য কি?—রূপসীর সাধ্য কি—সে দাম্পত্য প্রণয়-বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু পরিমাণ অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতন্‌নেসাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশা-বৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই। এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃত-

কার্য্য হইতে পারে নাই। সে প্রণয়-বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক, সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই, তখন ঐ সোজা পথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে আঁটিয়া আসরে নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে? অনুগত এবং ভাল বাসা লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা মীর সাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোন দিন কোন কারণে ওকথা ভাবিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। দৌলতন্‌-নেসারও জানিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামী-পদসেবা করিয়া জীবন স্বার্থক মনে করিতেছেন। মীর সাহেব মনের সঙ্গে ভাল বাসিয়া, মনে মনে মহা সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতী, মানুষের প্রেম, মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয়-ভাব,—বিশুদ্ধ প্রেম-ভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষু শূল। রূপসীরই যে না হইবে আশ্চর্য্য কি? তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্ম ভাবে আকুলা নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সার। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মরিলেই ফুরাইল। হিসাব নিকা-শের ধার কে ধারে। কেই বা অদেখা ঈশ্বরকে ভয় করে। এইত রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি!—

বসীরদ্দীন সহচরীর খুব অনুগত। চাকরের মধ্যেও দুই একটী সহচরীর আজ্ঞা বহ। অথচ তাহারা দৌলতন্‌নেসার বেতন ভোগী, দৌলতন্‌নেসার অন্নে প্রতিপালিত। বসীরদ্দীনের অন্নের সংস্থানও দৌলতন্‌নেসার অর্থে—তবে মীর সাহেবের হস্তে হইতেছে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতন্‌নেসার খাস দাসী, চার জন। তাহার এক জনের নাম দুর্গতী, দুর্গতীর মাতার নাম সব্‌জা। দুর্গতী, দুরণ, সুরণ, চাম্পা, এই চার জন সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার সম্মুখে থাকিত। ফয়ফরমাস ইত্যাদি কার্য্য করিত। দৌলতন্‌-নেসা ইহাদিগকে অন্য অন্য দাসী অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, বিশ্বাসও করি-তেন। ইহারা চার জন বাড়ীর বাহির হইত না। সব্‌জা বৃদ্ধা, বাহিরে বাটীর মধ্যে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সমান ভাবে যাওয়া আশা করিত। সব্‌জার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সব্‌জার অনেক সময়

দেখা হয়, গোপনে গোপনে অনেক কথা বার্ত্তাও হইয়া থাকে। এই সব্জাই সহচরীর সাহায্য কারীণী! উপস্থিত কথা এই যে—

টী, আই কেনী হস্তী পাঠাইয়া মীর সাহেবকে কুঠীতে লইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ নীল কাটিয়া জলে ভাসাইয়াছে। নীল আর বুনিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সকল উপস্থিত ঘটনার সুপরামর্শ জন্যই কেনী মীর সাহেবকে লইয়া গিয়াছেন। মীর সাহেব নীলকরের পক্ষ, সা-গোলাম প্রজার পক্ষ।

মীর সাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠীতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবার কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতরূপে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালীস পরিষ্কার হইল—প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীরদ্দীন নিয়মিত চাকুরী বাজাইতে বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিল। মীর সাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কি করা?—গান বাজনা করিতে সাহস হইল না। উভয়ে তাস খেলা করিতে বসিলেন। খেলার মধ্যে পান তামাক, হাসী তামাসা, খোস গল্প চলিতে লাগিল। খেলাটা হইতেছে—রঙ্গ মার্—দুই জনে খেলা—সেকালে দুইজনে তাসের ঐ খেলাই সর্ব্বত্র চলিত। তিন জন হলে ঐ খেলাই তিন হাতে—৪ জন জুটিলে বিবিধরা। বেশী সক হইলে পাঁচ ইয়ারে গোলাম চোর—কিন্তু বিবি ধরাটাই সে সময় জাঁকাল খেলা। রগড়েরও বটে—তিন জনে অভাব পক্ষে দুই জনে রঙ্গমার—বসীরদ্দীন হরতনের টেক্কা ফেলিয়া বলিলেন—"তোমার চিন্তা কি?"

রূপসী অতি নম্র ভাবে হরতনের দুরী ফেলিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—

"আমার চিন্তার কথা তুমি কি বুঝিবে? দুবেলা পেট্‌পূজাত্ এখানেই হয়। আবশ্যক হইলেই কিছু পাও। কাপড় চোপড়ের ভাবনাও বড় নাই। প্রায়ই ব্যারিংপোষ্টে কাটিয়া যায়। হাত বুলাইয়া যাহা বাহির কর, ঘরের গিন্নির জন্য যা কেনবার দরকার হয় তাই কেন, আর চাই কি? তোমার মত সুখী কে?

বসীরদ্দীন পীঠ উঠাইয়া হরতনের সাহেব ফেলিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা এস দেখি!"

রূপসীর হাতে হরতনের বিবি ব্যতীত আর হরতন ছিল না। বাধ্য হইয়া বিবিটী ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

"দেখ দেখি ঘাড়টী ধরিয়া বিবিটী আদায় করিলে, হিসাব থাকিলে এই রূপই হয়। হিসাব মত যদি সাহেব রোখ করে দাঁড়ায়, তবে সাধ্য কি বিবি না পড়িয়া যায়। বে-হিসাবী হইলেই বিবি অন্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। তা গোলামেই কি, আর বদপাসের ছুরী তিরীইবা কি? সকল কাজেই হিসাব আছে—হিসাবের মার বড় শক্ত মার"—

বসীরুদ্দীন তাড়াতাড়ী পীট উঠাইয়া হরতনের গোলাম ফেলিয়া বলিলেন "এবারে কি দিবে দেও দেখি?"

রূপসী গোলাম প্রতি নজর করিয়াই বলিলেন—

"এগোলাম এখন সাহেবের বাবা—রঙ্গে বঞ্চিৎ—করি কি! আর দিবই বা কি? আছেই বা কি? সকলি তোমাদিগকে দিয়াছি। কিন্তু আমিই কিছু পাই নাই।"

"কি পাও নাই—সকলিত পাইয়াছ? আর চাই কি?"

আর চাই কি—"তোমার কি চক্ষু নাই? আমার হাত একেবারে খালি। হাতে কি কিছু আছে? যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। এবারে পারিব না। ফিরে বাঁটা যাক্!"

তাস রাখিয়া দিলেন, হাতের কাগজ পীটের কাগজ একত্র করিয়া মিশাইয়া দিলেন। খেলা ভঙ্গ হইল। অন্য অন্য কথা চলিল।

মীর সাহেবের আজ এত বিলম্ব হইল কেন?

বসীরুদ্দীন বলিলেন—সাহেব সুবার ঘর, বড় মানুসের চাল চলন স্বতন্ত্র কথা। আমাদের মত উঠ বল্লেই কান্দে বোচকা তাত নয়? আবার আজ কাল প্রজার যে জোট, চার দিক গোলযোগ। সেই সকল আলাপ, সেই সকল কথাতেই বিলম্ব হয়েছে। হয়ত নাও আসিতে পারেন।

"না আসিতে পারেন, না—আসিবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। সুধু বসে থাকাওত মহাদায়! তুমি একটী গান গাও আমি আস্তে আস্তে সঙ্গত করি।—

"বাবা সে আমার দ্বারা এখন হইবে না। মীর সাহেব না আসিলে

বৈঠকখানায় গান বাজনা করে কার সাধ্য? এতেই সকলে চট।। বাড়ী শুদ্ধ লোক আমাকে দেখ্‌তে পারে না, কেবল বিবি সাহেবের জন্যই রক্ষা! এমন মেয়ে হয় নাই। এ কালে কেউ এখন দেখে নাই। বাপ্‌রে বাপ্! তারই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে?

ঠিক্‌বলেছ! এমন নিরাগী কখনও দেখিনাই। শুনিও নাই। আর স্বামীর প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা যে তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। এমন ভাব কখনও দেখি নাই।

"সেকি আর বলতে! আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ী হতে একবার ঘুরে আসি—

রূপসী আর বাধা দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা যেন তিনি একা একাই বৈঠকখানায় থাকেন। বসীরদ্দীন চলিয়া গেলে, রূপসী তাসগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া গোছাইয়া রাখিলেন। পরিষ্কার বিছানা।—সে সময় কেরসীন তৈলের ব্যবহার, ল্যাম্প ইত্যাদি বিলাতী আলোর চলন, বাঙ্গালীর ঘরে হয় নাই। সেজ, মোমবাতী, বৈঠকী, নারিকেল তৈলের বাতীই চলতী। তাহাই জ্বলিতেছে। বড় একটী বালীস (গের্দ্দা) ফরাসের উপর পড়িয়া আছে। রূপসী কতক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া বালিসে ঠেস দিয়া গম্ভীর ভাবে বসিলেন। কিন্তু কোন প্রকার শব্দ হইলেই সেই দিকে লক্ষ্য করেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে থাকেন। ভাবে বোধ হইতেছে যেন কাহার প্রতিক্ষায় আছেন।

কথা মিথ্যা নহে—প্রতিক্ষায় আছেন। ঐ শুনুন মুখে কি বলিতেছেনে। ক্ষণকাল গম্ভীর ভাব, মধ্যে মধ্যে চকিত ভাব, কাহারও আগমন প্রতিক্ষা ভাব। কি বলিতেছেন শুনুন।

কৈ? এত কথা—এত কিরে—এত মাথা ছোঁয়া, গা ছোঁয়া,—কৈ? সকলি মিছে? এমন নির্জ্জন, এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আর কি করিব। এমন সুযোগ সময়েও যখন আসিল না তখন আর কি করিব। সময়, সুযোগ অবসর, স্থান, এই চারটীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের মূল! রক্ষার মূল! এই কথা কহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পা ছড়াইয়া বালিসে একটু বেশী পরীমাণ ঠেস দিয়া বৈঠকখানা ঘরের, পাশের একটী দ্বারে এক ধ্যান

এক মনে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরেই তাঁহার ভাব বদল হইল। আন্তরিক চিন্তার ভারে মুখে যে মলিনতাটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন হটাৎ সরিয়া গেল। মন সুখী না হইলে চক্ষু হাসিবে কেন? মুখে হাসির আভা দেখা দিবে কেন? পাংশুবর্ণ মুখে, রক্তের আভা খেলা করিবে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। বোধ হয় আশাপূর্ণ। যাহার আসিবার কথা—যাহার জন্য এত ব্যস্ত, এত চিন্তা, বোধ হয় তাহারই আগমন। উঠিয়া বসিয়া হাততুলিয়া ইঙ্গিতে ডাকিতে লাগিলেন। সে যেন ঘরের মধ্যে আসিতে নারাজ। তাহাতেই স্বর্ণরজত-জড়িত দক্ষিণ হস্ত উত্তলন ও করসঞ্চালন—শেষে শয্যাত্যাগ। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেই—উঠিলেন না। বালিস ছাড়িয়া একটু আগে সরিয়া বসিলেন। কারণ যে ঘরে আসিতে নারাজ ছিল, সে রাজি হইয়া আসিতেছে। পার্শ্বের দ্বারে উপস্থিত। স্ত্রী-মূর্ত্তি দুই এক পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ী যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রী-মূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রী মূর্ত্তিটী বাড়ীর লোক, বয়সও বেশী—দৌলতন্নেসার পরিচারিকা দুর্গতীর মাতা, নাম সবজা। মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সবজা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তর অঞ্চলে দাসী বিকি কিনিতে দোষ ছিল না। বাড়ীর দাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তান সন্ততি হইয়াছে—সবজার পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতন্নেসার চারি জন খাস পরিচারিকার মধ্যে একজন দুর্গতী।

সবজার বড়ই চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস। টাকা পয়সায় তত লোভ নাই। যত লোভ ইলিস মাছে। বাড়ী হইতেও পায়, সময় সময় নিজেও কিনে। আবার মেয়েকে দৌলতন্নেসার রান্ধা ব্যঞ্জনও চুরি করিতে সময় সময় বলে। দুর্গতী কিছুতেই স্বীকার হয় নাই। সে জন্য দুর্গতীর উপর ভারি চটা। সবজার বয়সী আরও ৪।৫ জন দাসী ঐ বাড়ীতে আছে। তাহাদের পেটের কোন মেয়ে দৌলতন্নেসার পরিচারিকা মধ্যে নাই। সবজার কন্যা দুর্গতীই এক জন খাস বান্দী।—তাহাতে সবজার একটু আদরও আছে। মেয়ে মহলে সকলে একটু ভয় করে।

ফরাসের নিকট আনিয়াই রূপসী বলিলেন, "বস, এই খানে বস"—

সবজা বলিল।—না, না আমি ওখানে বসিব না। আপনার পায় ধরি, আমি ওখানে বসিব না।”—

“তাতে দোষ কি? আমিত আর তোমার বিবি নয়? যে এক বিছানায় বসিলে দোষ আছে। আমি জানি মানুষ সকলেই সমান। সকলেই তোমার খোদার তৈয়েরী।”

“তা হোক্ আপনি বসুন, আমি বস্‌বোনা। বেশী দেরিও করিতে পারিব ন। সে দিন কিরে করে মাথায় হাত দিয়ে বলে গিয়ে ছিলাম, তাহাতেই আসিয়াছি।”

“এসেছ ভালই করেছ। তোমার কথা তুমি রেখেছ, আমার কথাও আমি রাখি। অঞ্চল হইতে খুলিয়া ৫৲টী টাকা আর রূপার এক ছড়া গোট রূপসী সবজার হাতে দিয়ে পুনরায় বলিলেন—

“আমার করার আমি পূর্ণ করিলাম; এখন তোমার ধর্ম্ম, রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা।”

সবজার সঙ্গে আগেই গড়া পেটা পরামর্শ ছিল। সবজা টাকা ৫টা ও গলার জিঞ্জির ছড়া কাপড়ে বাঁধিয়া যাই বলিয়া বিদায় হইতেই, রূপসী সবজার হাত ধরিয়া বলিলেন—“তুমি যাহা যাহা চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তাহা দিয়াছি। আরও বলি—যদি পার, যে কাজের জন্য দেওয়া, তা যদি করে উঠ্‌তে পার, তবে এর উপরে বকশিশ বলে অবশ্যই আরও কিছু আছে। কি কৌশলে, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহাত মনে আছে?”

“তা বেশ মনে আছে। শিকড়টীও এ কএক দিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। গুঁড়ো কর্‌তে আর বেশী মেহনত লাগ্‌বে না। দেখ ঐ শিকড়ের গুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পার্‌বো না। আর যা দিয়েছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাকৃতে পারবো না।

“আচ্ছা, শিকড়টীত গুঁড়ো করে কোন খাদ্য সামগ্রী মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে পারবে?”

“হাঁ—তা পারবো।—আর যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।”

“কি বলিলাম?”

“ঐ যে বলিলে, আরও কিছু”—

"তেমোর মাথায় হাত দিয়ে বলিতেছি—যে দিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট্ চলিয়াছে, সেই দিন তোমাকে মনের মত খুসি কর্‌বো। বকশিশ ত ধরা রইল।"

"সে তুমি যা দেও—আমি এক খানি ভাল কাপড় চাই।"

"আচ্ছা—এক খানি কেন, এক জোড়া দিব।"

কথা হইতেছে, ইহার মধ্যে বেহারা দিগের চলতিবোল রূপসীর কাণে পড়িল। রূপসী তাড়া তাড়ী উঠিয়া সবজাকে বলিলেন যে, "ঐ মীর সাহেব আসিতেছেন, তুমি যাও।"

সবজা উঠিতে পড়িতে সাত পাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সবজার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বার বন্দ করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটী দ্বারে খাড়া হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিলেন।

বেহারার চল্‌তি বোল বসীরদ্দীনের কাণেও গিয়াছিল। বৈঠক খানার সম্মুখেই পুষ্করিণী—পুষ্করিণীর দক্ষীণ পারেই বসীরদ্দীনের শ্বশুরালয়। সেই খানেই অবস্থিতি। বসীরদ্দীন তাড়াতাড়ী উঠিয়া আসিলেন।

মীর সাহেবের পাল্কী রাস্তা ছাড়িয়া প্রবেশ দ্বার পার হইয়া বৈঠক খানার আঙ্গিনায় আসিল। মীর সাহেব পাল্কী হইতে নামিয়া বেহারা দিগকে বলিলেন যে, "আবার কাল এক প্রহর পর যাইতে হইবে।"—

এই কথা কএকটী কহিয়াই বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বসীরদ্দীন আদাব বাজাইয়া সম্মুখে খাড়া হইয়াছিলেন, কিন্তু মীর সাহেব সহিত একটী কথাও হইল না। বৈঠকখানার দ্বার অর্দ্ধোদ্‌ঘাটন হইয়া আলোর সাহায্যে—যাহা দেখাইতে ছিল, তাহা মীর সাহেবের নজরে—না পড়িয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু তিনি বাটীর মধ্যেই চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভাবে বোধ হইল খুব জরুরি কাজ। কাগজপত্রও কতকগুলি হাতে—

বসীরদ্দীন মাথার চাদর খুলিয়া পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া রূপসীকে বলিলেন—"এর মানেত কিছু বুঝিতে পাল্লেম না। কাহারও সহিত কোন কথা বার্ত্তা নাই অন্দরে দাখিল!

রূপসী বলিলেন—"তাইত—এর মানে কি?"

"বোধ হয় শরীর অসুখ, না হয় কুঠির সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রয়োজন।"

"শরীর অসুখ! একথা হতে পারে—কুঠী সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ীর মধ্যে প্রয়োজন কি?"

"আছে—বিষয়াদী সংক্রান্ত কথা হলেই বাড়ীর মধ্যের দরকার—টাকা কড়ির আবশ্যক হইলেই বাড়ীর মধ্যে দরকার। তবে আজিকার মত বিদায় হই। কাল শুনিতেই পারিব। কতকগুলি কাগজ যখন হাতে দেখলেম, কোন লিখাপড়া করার মতলব। হাঁ-হাঁ মনে হয়েছে, সাহেব কএকখানি গ্রাম ইজারা চাহিয়াছিল—কুঠীর নিকটের গ্রাম—বোধ হয় তাহাই হইবে।—তাতেই কি হইবে।—প্রজার বে জোট—সাহেবকে আসিতেই দিবেনা। যাক্, সে সকল কথায় আমার দরকার কি চল্লেম।—

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ।

গোলযোগ।

কয়েক দিন পর্য্যন্ত কেনীর পাকানীল পদ্মা, গৌরী, কালিগঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিবা রাত্রি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এক শালঘর মধুয়াতেই যে নীল আবাদ, নীলের কারবার তাহা নহে। যে কুঠীর অধীন যত নীল, ক্ষেতে ছিল, সমুদায় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। যাঁহারা প্রজা দমনে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রামের তৃসীমায় যাইতে সাহসী হইলেন না। যাহারা পাকা নীল কাটিয়া জলে ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া কুঠীতে আনিবেন, সমুচিত শাস্তি দিবেন, মনিবের আদেশ মত কার্য্য করিবেন, আশা করিয়াই সেলাম ঠুকিয়া দল বল সহকারে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু বড়ই গোলযোগ—কিছুই করিতে পারিলেন না। কুঠীতে যাইয়া—সাহেবকে অবস্থা জানাইতেও আর সাহসী হইলেন না। কারণ কুঠীর দেওয়ান, আমীন, খালাসী, সর্দ্দার, লাঠিয়াল, সকলি দেশের লোক, বাড়ী, ঘর, জমীর কারবার সকলি দেশে। আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, সকলি ঐ অঞ্চলে। পুত্র কুঠীয়ালের চাকর, পীতা প্রজার পক্ষে। কনিষ্ঠ কেনীর বেতন ভোগী, জেষ্ঠ প্রজার দলে। ইহার পর প্রজার মৌখিক

ঘোষণা—এই যে, "যে নীলকরের চাকুরী করিবে, যেব্যক্তি নীলকরের সাহায্য করিবে তাহার ভালাই নাই।"

স্বার্থের লোভে, অর্থ লাভে যিনি প্রজার বিপক্ষে হস্ত প্রসারণ করিলেন, দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে অমনি সোজা হইয়া প্রজার দলে মিশিলেন। সাধ্য নাই যে নীলকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মান মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া দেশে বাস করেন। যিনি কুঠী হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার আর প্রবেশের সাধ্য থাকিল না। সপ্তাহ মধ্যে সর্দ্দার, নেগাহবান, আমীন, খালাসী, গোমস্তা, প্রভৃতি কুঠী পরিত্যাগ করিল। নীলকরের সংশ্রব ত্যাগ করিল। দোবে, চোবে, সীং ব্যতীত বাঙ্গালী একটী প্রাণীও প্রকাশ্য ভাবে নীলকরের চাকুরি করা দূরে থাকুক—বাধ্য হইয়া বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইল। দেওয়ান, মুচ্ছদ্দি বড় বড় আমলা মহাশয়েরা কিছু দিন নিমকের সত্ব রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। বাড়ীর সংবাদ বড়ই শোচনীয়! দিনে দুপরে অত্যাচরে, লুট, পাট পরিজনের দুর্দ্দশার একশেষ কার সাধ্য নীলকরের চাকুরী করে? ক্রমে কুঠীতে লোক শূন্য হইয়া উঠিল। খানসামা বাবুর্চি পর্য্যন্ত কার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কষ্টের একশেষ। পক্ষ কাল অতীত হইতে না হইতে কেনীর সমুদায় জমীদারীতে, অন্যান্য কুঠীয়ালের জমীদারিতে প্রজা-বিদ্রোহ আগুণ সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।—বড়ই গোলযোগ বাধিল। কেনীত ছাড়িবার পাত্র নহেন—সহজে দমিবার লোক নহেন। তিনিও পুরা দমে বুদ্ধিবল, অর্থবল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরের সংখ্যা বিশগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা হইতে খানসমা খিদমতগার, বাবুর্চি, আনাইয়া নূতন ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোকানী পসারি এক জোট, কুঠীর লোকের নিকট কেহ কোন জিনিস বিক্রয় করিবে না। হাটে, ঘাটে, বাজারে কুঠীর লোক পাইলে বিব্রত করিয়া ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অশান্তির বাতাস বহিয়া দেশে মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। একটী মুরগীর জন্য কেনী লালাইত। খাদ্য সামগ্রী জন্য কেনী লালাইত। খাদ্য সামগ্রী জন্য রন্ধন শালা বন্ধ। টাকা থাকিলে কি হইবে? ক্রোড় পতি হইলে কি হইবে? লোকের অভাব—খাদ্য সামগ্রীর

অভাব অন্যদিকে প্রাণের আশঙ্কা। চারিদিকেই সঙ্কা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আতঙ্ক ও ভয়! মহাবিপদ! যে কুঠীতে দিবা রাত্র লোক জনের গতিবিধি; কাজ কর্ম্মের গোলযোগে সর্ব্বদা গুলজার! সর্ব্বদাই হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড, আজ সে কুঠীতে জন মানব শূন্য নিস্তব্ধ! অলক্ষির বাতাস বহিয়া চারি দিকেই যেন হা হা কার!! আঙ্গিনা রাস্তা ঘাট, ঘাস জঙ্গলে একাকার! কেনীর সংবাদ লইতে এক মীর সাহেব ভিন্ন লোক নাই। কিন্তু মীর সাহেবও সর্ব্বদা শশঙ্কিত, সর্ব্বদা ভীত। সাগোলাম সুযোগ পাইয়া আপন অভিষ্ট নানাপ্রকারে সিদ্ধ করিতে মনস্ত করিয়াও, কৃত কার্য্য হইতে পারিতেছেন না। অনেকের অভিপ্রায় এই যে, মীর সাহেবকে কৌশলে আপন দল ভুক্ত করা। একেবারে নির্ম্মূল করা কি কোন প্রকারে অত্যাচার করা, ইচ্ছা নহে। প্রকাশ্য ভাবে কেনীর সহিত দেখা সাক্ষাত মীর সাহেবের আর সাধ্য নাই। প্রকাশ্য চিঠি পত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ২।১টী লোককে ফকীর সাজাইয়া ঝোলার মধ্যে চিঠি দিয়া নিশাথ-সময়ে অতি সাবধানে খবর আনানেওয়া করেন। নিজের লোক জন দ্বারা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অতি গোপনে শালঘর মধুয়ায় অপথে পাঠাইয়া দেন। কেনীর খাদ্য সামগ্রী সমুদায় কলিকাতা হইতে বিশেষ সাবধানে দোবে চোবেদিগের সাহায্যে আসিতে আরম্ভ হইল। টাকার অসাধ্য কি আছে? অনেক ভিন্ন দেশীয় লোক ক্রমে কুঠীতে আমদানী হইতে লাগিল। আত্ম রক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যেই কেনী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপাততঃ আত্ম রক্ষাই এক মাত্র কার্য্য মনে করিয়া তাহা-রই উপায় করিতে লাগিলেন।

মীর সাহেব যে কষ্টে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবার পরিজন প্রতি বিদ্রোহী দল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধান বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষ রূপে হইয়াছে, এবং হইতেছে। মীর সাহেবের ধোপা, নাপিত, বেহারা সমুদায় বন্ধ হইয়াছে, চলাচল প্রতি-বন্ধক হেতু নৌকা বন্দ হইয়াছে। অনেক চাকর চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কঠীন সময়ে দৌলতন্‌নেসা হটাৎ পিড়ীতা হইয়াছেন, কোন

কথা নাই, বার্ত্তা নাই অনিময় নাই, হটাৎ একদিন তাঁহার মুখে দুগ্ধ বিস্বাদ বোধ হইয়াছিল, তাহার পর দিবস হইতেই পেটের পীড়া।

এদিকে কেনী অর্থ বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের সাহায্যে আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রজা বিদ্রোহী বিষয়ে ভারত অধীপ পর্য্যন্ত বোধ হয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য শামন্ত সহ শান্তিরক্ষক কমিসনর বাহাদুর, শালঘর মধুয়ার কুঠীতে আসিয়া ছাউনী করিয়াছেন। রাজস্ব বন্ধ! প্রজারা নীলত বুনিবেই না। থাজানা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কথাই আছে যে—"যদি পায় সহল, ত যায় রাজ মহল।" নীলও বুনিবে না—খাজানাও দিবে না। অথচ নীলকরে আক্রমণ,নীলকরপক্ষীয় লোকের প্রতি অত্যাচার! ক্রমেই অশান্তি, ক্রমেই বিদ্রোহিতার বৃদ্ধি! সুতরাং রাজার শান্তির আবশ্যক!—

কমিসনর বাহাদুর খাজানা আদায় করিবেন। শান্তিরক্ষা করিবেন, এই কথাই রটিয়া গেল। দেশেও শান্তির সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। অন্যায় অত্যাচার কমিতে লাগিল। কিন্তু প্রজার জোট যেমন তেমনি রহিয়া গেল। কুঠীর নামে আগুণ, নীলের নামে মহা আগুণ।

কেনীর মাথার শক্তিও কম নহে, হৃদয়ের বলও বাঙ্গালীর সমান নহে। সমুদায় এলাকার প্রজা এক ·জোট। নীলের নামত শুনিতেই পারে না। নেহ্য খাজানা যাহা দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য, তাহাও দেয় না। বল প্রয়োগে খাজানা আদায়, প্রজা বশ করার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। বাধ্য হইয়া মজুদ অর্থে হাত পড়িয়াছে। নূতন নূতন লোক রাখিতে হইয়াছে। পুরাতন চাকর ক্রমেই দিনের মধ্যে দুই একটী করিয়া দেখা দিতেছে। তাহাদের পূর্ব্ব ভয় অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এক গ্রামে ডঙ্কার ধ্বনী হইলে শত শত গ্রামের লোক যে যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থায় একত্র হইয়া কুঠীর-পক্ষীয় লোক, যাহারা কথায় বাধ্য না হইত, জোর জবরানে বাধ্য করিয়া চাকুরি ছাড়াইত, কুঠীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিত। এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদায় আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর। রাজ-শক্তিতে অন্যায় অত্যাচারে বাধা। ইচ্ছার অনুগামী। অর্থলোভী বাঙ্গালী দুই এক জন ক্রমে পুনরায় কুঠীতে জুটিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন নাই, সে আমল নাই। এখন নিরীহ ভদ্রলোক প্রতি অত্যাচার, জবরান করার কোন পক্ষেরই আর ক্ষমতা নাই।

কেনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,বাঙ্গালীর সাহায্য লইবেন না। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য করাইবেন না। খাজানা আদায় ও নীল কার্য্যেও ক্ষান্ত দিবেন না। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবার জন্য চেষ্টায় আছেন। নীল হউজে নীল মাই করার জন্য কলের জোগাড় করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। প্রজাকে ডাকিবেন না, প্রজার নাম শুনিতে আর ইচ্ছা করেন না। রাজ-শক্তি দ্বারা খাজনা আদায় করিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প।

শরাসন হইতে শর ছুটিয়া গেলে তাহা নিবারণ করা মানুসের দুঃসাধ্য! ঘটনা-স্রোতঃ একবার বহিয়া গেলে তাহা নিবারণ করাও মানুষের অসাধ্য! এই সকল ঘটনার মধ্যে, রাজাও রাজশক্তির বিস্তার করিলেন। কুষ্টীয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইল। কুষ্টীয়ার থানা গৌরী নদীর উত্তর পার পুরাতন কুষ্টীয়াতে ছিল; তাহা উঠিয়া মহকুমার নিকট আসিল। রেলওয়ের লাইন খুলীবার বন্দবস্ত হইল। কেনীর প্রজার নিকট বাঁকি কর আদায় করিতে তিন জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া কুষ্টীয়ায় আসিলেন। নূতন ভাবে, নূতন প্রকারে, নূতন কাণ্ডে যেন কুষ্টীয়া অঞ্চলে নূতন জগতে সৃষ্টি হইল।— মহকুমা সৃষ্টীর পূর্ব্বে নীল খুনি এবং কুমন্ত্রনার মোকদ্দমা পাবনাতে কেনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি প্রজা ফাটকে আটক পড়িয়াছিল; এবং সা-গোলাম প্রভৃতি জোটের প্রধানগণের ছয় ছয় মাসের বিনা শ্রমে শাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু আপীলে টিকিল না। সকলেই বেকশুর খালাস হইল।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ।

হৃদয়ে আঘাত।

দৌলতন্‌নেসা সেই যে পিড়ীত শয্যায় পড়িয়াছেন; আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও বলহীন হইয়া একেবারে শয্যা ধরা হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে বৈদ্য মতের চিকিৎসক আসিয়া কত ঔষধ, কত প্রকরণ; কত কি করিতেছেন কিছুতেই পীড়ার শান্তি হইতেছে না। তাঁহার মাতা অন্ন জল পরিত্যাগ

করিয়া দিবা রাত্রি কন্যার শুশ্রূষায় মন দিয়াছেন। অবসর মতে ঈশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিতেছেন; কিছুতেই কিছু হইতেছে না। মুসলমানী ধর্ম্ম মতে কত সিন্নি, কত খয়রাত, কত কোরবানী করিতেছেন, মান্নত করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। অনেকেই দৌলতন্‌নেসার জীবনে নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মাতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে; পীড়া আরোগ্য হইবে। এক ঘরের এক কন্যা;—এক বংশের একটী মাত্র কন্যা! দৌলতন্‌-নেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া, বৃদ্ধ মাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া,—স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া জনমের মতন চলিয়া যাইবেন; এ কথা তাঁহার মনে এক দিনের জন্যেও উঠে নাই! কিন্তু চক্ষের জলে সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন! বাড়ীর এমন একটী লোক নাই, পাড়ায় এমন একটী প্রাণী নাই, যে দৌলতন্‌-নেসার এই হঠাৎ পীড়ায় দুঃখিত হয় নাই! সকলের মনেই এই কথা যে, হায়! কি হইল? একটী বংশ একেবারে লোপ হইল! মুন্সী জিনাতুল্লার ঐ এক কন্যা! ঐ এক কন্যাই মাতার সম্বল! হৃদয়ের সার, মহামূল্য রত্ন। সে রত্ন হারাইলে কি আর ফাখেরা খাতুন জীবিত থাকিবে? মীর সাহেব পুরুষ; কিছু দিন স্ত্রী-বিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে। কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যান নাই। ভালাই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়! ছোট দুটী ছেলেরই বা কি দশা হইবে! হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়?

বাড়ীর চাকর চাকরাণী সকলেই দিবারাত্রি প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে। সকলেই দুঃখিত! সকলেরই চক্ষে জল! সবজার চক্ষুও জল শূন্য নহে। সামান্য অর্থলোভে, সামান্য অলঙ্কার লোভে সে, যে কুকাজ করিয়াছে, দৌলতন্‌-নেসার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার অনুতাপ হইয়াছে। মনে মনে মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রূপসী তাহাকে লোক দ্বারা আরও কএকবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে আর যায় নাই। রূপসীর সঙ্গে আর দেখা করে নাই। সকলের কান্না, সকলের দুঃখ এক প্রকার; সবজার কান্না, সবজার দুঃখ অন্য প্রকার! তাহার কর্ত্তৃক যে একটী সোণার প্রতিমা অসময়ে সংসার সাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া বিসর্জ্জন হইল, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। সে বিষাক্ত ঔষধ দুগ্ধে মিশাইয়া না দিলে যে এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় দৌলতন্‌নেসা

আশঙ্কা হইতেন না, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর রূপসীর নিকট যায় নাই। ছয় মাস যায়; পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতিত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি। কি ভয়ানক বিষয়! উহু! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ সিহরিয়া যায়; অন্তরের অন্তঃস্থান পর্য্যন্ত আঘাত লাগে! হায়রে হিংসা! হায়রে আমোদ! নর্ত্তকী সহ একত্র আমোদ! আজ দৌলতন্নেসার নাড়ী পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া মলিন বদনে বাহিরে আসিলেন। মীর সাহেব কবিরাজদিগের হাব ভাব দেখিয়া বুঝিয়া, অবস্থা শুনিয়া সজল নয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন সে জ্বলন্ত জ্যোতিঃ পূর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া, গত কল্য যাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিত লোচনে খরতর জ্যোতির অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন; আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতেছে। মধ্যম পুত্রের বয়স—১০।১১ বৎসর সেও যে কিছু না বুঝিতেছে তাহা নহে। মায়ের বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটী পুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শুনা যাইতেছে।

মীর সাহেব! অনেকক্ষণ সহধর্ম্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন বোধ হয়?

দৌলতন্নেসা কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্য মাত্র তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুই হাতে ধরিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীর সাহেব কিছুতেই তিষ্টিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরের বাহির হইলেন। কোন দিন কোন লোকে যে চক্ষে কখনই কোন কারণে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীর সহেবের চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা পতন দেখিল।

ফাখেরা খাতুন অন্য ঘরে মৃত্তিকা শয্যায় অজ্ঞান। কখন সচেতন, কখন দৌড়িয়া কন্যার নিকট আসিতেছেন। কখনও কন্যার পার্শ্বে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরকে বলিতেছেন—হায়! তোমরা এঘর হইতে চলিয়া যাও। আমি মাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিব। দেখিব কে আমার মাকে কোথায় লইয়া যায়? আবার কোল ছাড়িয়া উঠিতেছেন। দৌহিত্রদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া হু হু শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে অচৈতন্য হইতেছেন।

দৌলতন্নেসা মুখের বস্ত্র সরাইয়া ইঙ্গিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন। দুই হস্তে দুই পুত্রের মুখে মাথায় হস্ত দিয়া অস্ফুট স্বরে কএকটী কথা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের মুখে চামুচে করিয়া সরবত দিতে লাগিলেন। দুই এক ঢোক গিলিয়া আর গলাধ হইল না। গণ্ড বহিয়া সরবত পড়িতে লাগিল। শ্বাস বৃদ্ধি হইল, চক্ষু বিবর্ণ হইল তারার কালীমা রেখা দেখিতে দেখিতে সরিয়া গেল।

ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। দৌলতন্নেসা মৃদুস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পুত্রদ্বয়ের মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া, জীবনের শেষ ভাল-বাসিয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণ বায়ু কোন পথে কোথায় চলিয়া গেল কেহই কিছু জানিতে পারিল না। সকলেই দেখিল চক্ষের পাতা বন্ধ হইয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাস আর নাই। ঠোঁট দুখানি যে নড়িতেছিল, তাহাও আর নাই।—দৌলতন্নেসা নাই—স্পন্দহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ঘরের লোক মাথা ভাঙ্গিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘরের বাহির হইলেন। বাড়ী ময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সেই গড়াগড়ী পাড়িয়া মাথায় শত করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

পুরজনেরা তখনি সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। মীর সাহেবের অভিমতে তাঁহার পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতন্নেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সা-গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতার বাড়ী ঘর, জমীদারী, সে সময় সকলি সা-গোলামের। মীর সাহেবের কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতন্নেসার সমাধি সাঁওতায় হইতে সা-গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না।

এত দিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক

এ কলমে আর আনিবে না—এই খানেই ইতি করিল। তবে তাহার পরিণামফল পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ।

রূপান্তর।

এই পরিশূন্য ঘূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রবাহে চূর্ণ বিচূর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিশুষ্ক হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে। যে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রবাদ, হয়ত সেই স্থান হইতে ভূধরের অতি উচ্চ শিখর দেখা দিয়া জলধির জলরাশি সরাইয়া স্বীয় মস্তক উন্নত করিতে পারে। মহানগরী কলিকাতাও কালের করাল গ্রাসে পড়িয়া মহাশ্মানক্ষেত্ররূপে দেখা দিতে পারে। নিয়তির অসাধ্য কিছুই নাই। পরিবর্ত্তন, রূপান্তর, জগতে আশ্চর্য্য নহে। যে রাজ্যে কেনীর নামে দোহাই ফিরিয়াছে, বালকে মায়ের ক্রোড়ে আতঙ্কে কাঁপিয়াছে, মহাশক্তিশালী লক্ষপতির হৃদয় কেনীর নামে দুর দুর করিয়া অস্থির হইয়াছে, শ্যামচাঁদের নামে মানুষের হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কেনীর ভাব স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, সর্ব্বতোভাবে রূপান্তর।

রাজশক্তিতে দেশে শান্তিবায়ু বহিয়া প্রজা নীলকরকে রক্ষা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অত্যাচারের দায় হইতে সকলকেই উদ্ধার করিয়াছে। সকলেই এখন বিধির অধীন। রাজবিধির অন্তর্গত সীমার অধীন। নিকটেই মহকুমা। শাসন, রক্ষণ সমুদয় রাজহস্তে। প্রজার পক্ষে থাকিলেও নীলকরের অত্যাচার নাই। নীলকরের পক্ষে গেলেও প্রজার অত্যাচার নাই। যাহার যে পক্ষ অবলম্বন শ্রেয় বোধ হইতেছে, প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, সুসার বোধ হইয়াছে, সে সেই পক্ষে যাইতেছে। মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনও হইতেছে। প্রজায় নীল আর বুনিবে না, কেনীও নীল চাষ ছাড়িবেন না। জমীদার—জমীর অভাব নাই। চাষ কারকিদের জন্যই প্রজার দরকার। বিলাত হইতে

কলের লাঙ্গল আনিবেন, ইঞ্জিনে লাঙ্গল চলিবে। কলেই আবাদ কলেই বুনানী, কলেই কর্ত্তন। কলেই মাই, কলেই জাঁত, দেশীয় লোকের আর সাহায্য লইবেন না। দেশীয় লোককে ডাকিবেন না। খাজনার জন্যও তাগাদা করিবেন না। দশ আইন করিয়া রাজ সহায়ে খাজনা আদায় করিবেন, ইহাই সঙ্কল্প। এই যুক্তি স্থির করিয়া, আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দিয়াছেন। কিন্তু মজুদ তহবিলে হাত পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্য। মজুদ তহবিল হইতে অকাতরে ব্যয় করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছেন। নায়েব, মুচ্ছদ্দি, দেওয়ান,—সাহেবের পূর্ব্ব আসথাস অনেকেই আবার আসিয়া জুটিয়াছেন। কিন্তু সকলেই রূপান্তর। পূর্ব্বভাব কাহারও নাই। এখন প্রজা শাসন আইনের মারপেঁচে—বড় বড় মাথাল মাথাল প্রজার নামে সত্য মিথ্যা অনেক নালীস রুজু করিয়াছেন। উকীল মোক্তার খুব জুটিয়াছে। কথায় কথায় নালীস, কথায় কথায় আরজী দাখিল হইতেছে। থানায় এজাহার পড়িতেছে, মাজিষ্ট্রীতে দরখাস্ত দাখিল হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণই আসামী। মন্দ নয় এ দৃশ্য মন্দ নয়। পাঠক! মনের কথা যদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্যে চক্ষু শীতল না হউক আনন্দ জন্মিবে। কোথায় সর্দার লাঠীয়ালের যমযাতনা, আর কোথায় সমন ওয়ারেণ্টে তলবের তাড়না। কোথায় নিজেই হর্ত্তাকর্ত্তা, বিধাতা, রাখা মারা আপন হাত, আর কোথায় কর জোড়ে বিচার প্রার্থী হইয়া, সেই অধীনস্থ প্রজার সহিত সমশ্রেণী ভাবে বাঙ্গালী বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান। কুঠীর সীমায় পা রাখিতে যাহাদের প্রাণ কাঁপিয়াছে, এক্ষণ রাজবিচার গৃহে সেই শ্যামচাঁদ আঘাতি প্রজাগণ উচিত কথা কহিতে একটুকুও ত্রুটী করিতেছে না। তিনি জমিদার, তিনি নীলকর, তিনি ইংরেজ, একথা বলিয়া একটুকুও খাতির করিতেছে না। বিশ্বাসের পাত্র সকলেই সমান। যে কথায় সামান্য কুলী মজুরকে রাজসমক্ষে সপথ করিতে হয়, মেঃ টি, আই, কেনীকেও তাহাই করিতে হয়। রাজদ্বারে সকলেই সমান। আবার প্রজার ভাবটাও একবার ভাবিয়া দেখুন—দেখুন কি চমৎকার দৃশ্য! কি চমৎকার পরিবর্ত্তন!

বাকি খাজনার মকদ্দমা ব্যতিত, প্রজা শাসন, প্রজা সোজা করার বাবদে যে সকল মোকদ্দমা কেনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রায়ই ডিস্-

মিস্। বিচার-ভ্রমে, কি বিভ্রাট! যে যে মোকদ্দমায় প্রজাগণ শাস্তি পাইল, আপীল আদালতে পরিপক্ক বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারে নীলকরের চক্র ছাপা রহিল না। মোকদ্দমাও টিকিল না। আসামীগণ বে-কসুর খালাস পাইতে লাগিল।

এ দিকে কলের লাঙ্গল বিলাত হইতে আসিয়া পড়িল। নীল মাই জন্য নীল হাউজেও বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীল জমী চাষ, নীল কর্ত্তন নীল মাই ইত্যাদি সমুদয় কলের কৌশলে, ইঞ্জিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবে না। ইহাই কেনীর আন্তরীক সংকল্প। করিলেনও তাহাই। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। নীল বিদ্রোহীর প্রধান পাণ্ডা সা-গোলাম। কলের লাঙ্গল প্রথম চালাইবার দিন কেনী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা জান, আমি এই লাঙ্গলের নাম সা-গোলাম রাখিলাম। গায়ের জ্বালায়, মনের ক্ষোভে, যাহাই বলুন, কিন্তু কলের লাঙ্গলে ভালরূপ চাষ হইল না। সে লাঙ্গলে ২।১ বিঘা জমি চাষ করা যায় না। এক স্থানে ১০০ শত ২০০ শত বিঘা সমতল এবং সমশ্রেণীর জমী হইলে চাষ হয় বটে, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমী কাটিয়া নীল বুনানীর উপযুক্ত করিতে বড়ই নাজেহাল হইতে হইল। কলে ঢিল ভাঙ্গা হয় না, মই দেওয়া যায় না। মাত্র জমী কাটিয়া মাটী উল্টাইয়া দেয়। ঢিল ভাঙ্গিতে, মাটী বুনানীর উপযুক্ত করিতে দেশীয় লাঙ্গলের বিশেষ আবশ্যক হইল। তখন বাধ্য হইয়া গরু, মহীষ, ক্রয় করিলেন। লাঙ্গল, জোয়াল, বিদে, কাস্তে, কোদালী চাষ-কার্য্যের যাবতীয় সরঞ্জাম কেনীকে প্রস্তুত করিতে হইল। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বুন, বাগদী আনাইয়া মাসিক বেতন ধার্য্যে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন।

গুদাম ঘরে এখন আর কএদী থাকে না, আমলাগণের বাসা হইয়াছে। মার ধর, ধর পাকড়—এসকল নামও আর শুনা যায় না। যাহা কিছু সকলি আদালতে। প্রজা কর্ত্তৃক অন্যায় অত্যাচারের বিচার সমুদাই রাজদ্বারে। কিস্তি কিস্তি প্রজার নামে খাজনার নালীস। এক আনা দুই আনা খাজনার দাবীতেও প্রজার নামে নালীস হইয়াছে। অবশ্যই ডিক্রীও হইতেছে। কিন্তু খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে না। কেনীর ইচ্ছা যে, কিস্তি কিস্তি

নালীস করিয়া খরচা ইত্যাদিতে প্রজাকে নাজেহাল করা। পরে একত্রে ডিক্রীজারীর টাকা আদায় করিতে বসিবেন। প্রজা মোকদ্দমায় অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া জেরবার হইবে। সে সময় আসল ডিক্রীর টাকা দিতে অপারগ হওয়ারই কথা। দায়ে ঠেকিয়া বিশেষ বাধ্য হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

যেমন নূতন মহকুমার সৃষ্টি, তেমনি মোকদ্দমার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি। মহকুমায়, জিলায় কেনীর মকদ্দমার অবধি নাই। খরচেরও অন্তনাই। কিন্তু আয়ের অঙ্ক একেবারেই শূন্য। ইতিপূর্ব্বে নীলবীজ সহিত ছোলা বুনানী হইত, ছোলা উঠিয়া যাইত নীল বাড়িতে থাকিত। বৎসর সালের ঘোড়া গরুর দানা সেই উপরি লাভেই চলিত; এক্ষণ ঘোড়ার দানা, চাকরের মাহিয়ানা, মামলা মোকদ্দমার খরচ সমুদায় মজুদ তহবিল হইতে খরচ হইতে লাগিল। বিশেষ সত্য মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া উপস্থিত করিতে নেহ ব্যয়ে কখনি পার পায় না। অনেক স্থানে অপব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। থানাদার,জমাদারকে বসে রাখিতে হইলেও ছালায় ছালায় টাকা ঢালিতে হয়। উপস্থিত পরিবর্ত্তনে কেনীর অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। কল কারখানায় জমী চাষ ইত্যাদি কার্য্যেও অনেক অর্থ জলে গিয়াছে, লাঙ্গল, গরু, মহিষ করিতেও দশ বার হাজার নামিয়াছে, কিন্তু অত গরুর আহার কোথা হইতে জোগাইবেন। সহজ কথা নহে। ক্রমে অনাহারে অযত্নে গরুগুলি মারা পড়িতে আরম্ভ করিল। কেনীর রোক কিছুতেই পড়ে না। দশ গরু মারা পড়িল, বিশ গরু খরিদ হইয়া আসিল। দেশওয়ালী, পাঁড়ে, দোবে, অনেক রাখিতে হইয়াছে; আমলা, মোক্তার, উকীল, তদবিরকারক, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য চাকর, নানা প্রকারের চাকর নানা স্থানে রাখিতে হইয়াছে। কেনীর সংসারে পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া দশ গুণের উপর উঠিয়াছে। ইহার পর খাজানা আদায় বন্দ। নীল কার্য্যে লাভ কিছুই নাই। ব্যয় চতুর্গুণ। অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ।

১৮৯

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ।

শেষ অঙ্ক।

কাহার কপালে কে খায়? ঈশ্বর ললাট-ফলকে যাহা লিপি করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে। বিশ্বাসী মাত্রেরই এই বিশ্বাস। কিন্তু এক দৌলতন্নেসার অভাবে সে পুরী ক্রমে জনশূন্য হইয়া উঠিল। দাস দাসীগণ কিছুদিন থাকিয়া, আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল। খাওয়া পরা কষ্ট না হইলেও নানা কারণে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইল। কারণ কুকথা কয়দিন গোপন থাকে? কানা ঘুষায় কথাটা এক প্রকার ফাথেরা খাতুনের কানে গিয়া পড়িল, যে এই সকল দাসী বাঁদীই কৌশল করিয়া কি ঔষধ খাওয়াইয়া দৌলতন্নেসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কে সেই ঔষধ খাওয়াই-য়াছে, কি স্বার্থে এমন নেমক্‌হারামী করিয়াছে তাহার কোনই সন্ধান হইল না। কিন্তু ফাথেরা খাতুনের অন্তর হইতে দাস দাসীগণ একেবারে সরিয়া গেল। মনিবের আদর, যত্ন, ভালবাসা না পাইলে কয়দিন অধীনস্থ, তাবেদার টিকিতে পারে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, অথচ ক্রমে অনেকে যাইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্ব প্রথম সবজা তাহার কন্যা দুর্গতীকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেখাদেখি পর পর অনেকেই যাইতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিলেন না, বা রাখিতে যত্নও করিলেন না। যে চলিয়া গেল কোন দিন তাহার সন্ধানও লইলেন না।

দৌলতন্নেসা ৪টী পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মীর সাহেবও স্ত্রী-শূন্য শ্বশুরালয়ে সর্ব্বদা বাস করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের আদি বসতী স্থান পদমদী গ্রামে বাস করাই মনন করি-লেন। পুত্রগণ মাতামহীর নিকটেই থাকিবে। মাঝে মাঝে এখানেও আসি-বেন, সে বাড়ীতেও থাকিবেন। সংসারে সুখ নাই—জীবন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যেরও ইতি নাই। প্রধান শত্রু সা-গোলাম। অধিকন্তু নীলকর পক্ষে থাকায় দেশের লোকের চক্ষেও এক প্রকার চক্ষুশূল। মনও ভাল নহে। সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার উদাসীন্।

আর কিছুই ভাল বোধ হয় না, জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরের

নাম করিবেন, স্থির করিয়াই এস্থান পরিত্যাগ করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন। সেও পূর্ব্ব পুরুষের বাড়ী। যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ও আছে। কোন গোলযোগের মধ্যে না গিয়া সুধু ঈশ্বরের নাম করিয়া জীবন কাটাইতে আর কষ্ট পাইতে হইবেনা। ঘর সংসার এখন তাঁহার কিছুই নাই বলিলেও হয়। কিন্তু লাহিনীপাড়ায় শ্বশুরালয়ে থাকিলে সর্ব্বদা শাশুড়ীর ক্রন্দন শুনিয়া আরও মন চাঞ্চল্য হইবে, ঘর সংসার নাই, অথচ কেনীর পক্ষ, প্রজার বিপক্ষ থাকিয়া সংসার চক্রে সর্ব্বদা ঘুরিতে হইবে, এই সকল ভাবিয়া কিছুদিনের জন্য এস্থান পরিত্যাগ করাই মনে মনে স্থির করিলেন। পুত্রগণের জন্যও কোন চিন্তা নাই, কারণ কাথেরা খাতুন বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের কোন বিষয়ে তাঁহাকে ভাবিতে হইবেনা, একখানি বস্ত্রের জন্যও চিন্তা করিতে হইবেনা, তাহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই মীর সাহেব শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। চির সঙ্গী বসীরুদ্দীন সঙ্গেই চলিল। আর যাহার ইচ্ছা হইল, সেও মীর সাহেবের সঙ্গি হইল। মনের কথায় উদাসীন পথিক মীর সাহেবের জীবনের শেষ অঙ্ক এই খানেই ইতি করিল।

পাঠক! পথিকের মনের কথার আদি আছে, ইতি নাই। স্তরে স্তরে বিচ্ছেদ আছে কিন্তু কথার ইতি নাই। জীবন শেষ হইবে, জীব-লীলা সাঙ্গ হইবে, কিন্তু কথা ফুরাইবেনা। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে। আক্ষেপ ভিন্ন এ জীবনে আর আশা কি? জগতের কাণ্ডই এই প্রকার! এক আসিতেছে আর যাইতেছে। পথিকের কথায় কত জনের সংযোগ হইল, কত জনের সংস্রব ঘটিল, ঘটনা শেষে কত জনকে পরিত্যাগ করিতে হইল। স্তরের সীমা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সংস্রব, সংযোগ কমিয়া আসিতেছে।

সা-গোলামের কার্য্যে বাধা দিতে এখন আর কেহই রহিলনা। সা-গোলাম মনে মনে আর এক প্রকার চালে চলিতে এখন মহাব্যস্ত হইয়াছেন। চির শত্রু দেশ ছাড়া হইয়াছে। মীর সাহেবের জীবনের লীলা খেলা এদেশ হইতে এক প্রকার জীবনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আর চিন্তা কি? চার দিকেই মঙ্গল! প্রজার পক্ষে থাকিয়া আশার অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন। দেশের লোকে সা-গোলামের প্রশংসা শত মুখে করিতেছে। বুদ্ধি বিবেচনায় খুশ বাহবা দিতেছে। কেনী আপন জেদ্‌বজায় রাখিতে দিন দিন

ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যাহার ঘৃণা বোধ আছে, সে টাকার মায়া বোঝে না। যে রাগী, সেও টাকার মায়া করে না। যে লাজুক, সেও টাকা রাখিতে জানে না। সংসারে যে সত্যবাদী, এবং পর দুঃখে কাতর, তাহার হাতেও টাকা থাকিতে পারে না। কেনী-সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়াল না হউক, রাগ অছে, ঘৃণাও আছে। লজ্জা যে, একবারেই নাই তাহাও নহে। কাজেই মজুদ টাকা ক্রমেই হাত ছাড়া হইতে লাগিল। আবার বাতাস উল্টা করিয়া বহাইবেন, আবার প্রজাকে শাসন-দণ্ডে পেষণ করিবেন, এই দুশ্চিন্তাতেই সর্ব্বদা থাকিয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছেনা। দিন দিন ভাণ্ডার খালি হইতেছে। কিছুদিন পরেই কথা ছড়াইয়া পড়িল; যে কেনী ঋণী! কলিকাতা * * কোম্পানীর হৌসে অনেক টাকা ঋণী! প্রজার নামে খাজানার ডিক্রী হইয়াছে, আদায় নাই। নিজ আবাদে নীল বুনানী হইতেছে, আয়ের নামও নাই, ব্যয়ের চতুর্থাংশের একাংশও ঘরে আসিতেছে না। মনিবের ঋণদায়ের কথা অধীনস্থ চাকরগণ জানিতে পারিলেই স্বভাবত ভক্তির হ্রাস হয়, বিশ্বাসেও বাধা জন্মে। মুখে প্রকাশ না হউক মনে মনে নানারূপ সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। অধীনস্থ বেতন ভোগী আমলা সামান্য চাকর পর্য্যন্ত আপন আপন পাওনা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। ঋণ দায়, মহা দায়! যে সংসারে ঋণ পাপ প্রবেশ করিয়াছে, সে সংসারের কল্যান আশা আর নাই। তবে পুন্যের জোর বেশী থাকিলে পাপ কাটিয়া যাইয়া আবার ভাল সময়ের মুখ দেখা—সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘরকন্না বিষয় সম্পত্তির বিসর্জ্জনেরই সুপ্রসস্ত পথ ঋণদায়। কেনীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। লাখে লাখে টাকা কোন্ পথে কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল কেহ চক্ষেও দেখিল না। আসিবার সময় অনেকেই দেখে; কিন্তু যাইবার সময় কোন পথে সরিয়া যায়, বহু অন্বেষণেও সে পথের সন্ধান হয় না। অর্থ চিন্তার ন্যায় মহা চিন্তা জগতে আর কিছুই নাই। অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত সে চিন্তায় বিহ্বল —মহাজ্ঞানী হতজ্ঞান। মহাবল-শালী মহাবীর ম্রিয়মান। বুদ্ধির বিপর্য্যয় দেখিলে আত্ম বিস্মৃতির লক্ষণ বুঝিলে সর্ব্বদা অন্য মনস্কের ভাব থাকিলে যাহা থাকিবার তাহাও থাকেনা। কেহ রাখেও না। যে যে পথে সুবিধা পায়

দুহাতে লুটিতে থাকে। দাস্নীকের হঠাৎ অধঃপতনের অর্থই অর্থ চিন্তা—ও দুঃশ্চিন্তা—

কেনী পিড়ীত হইলেন। মলত্যাগদ্বারের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, পুরুষ শরীরের কিঞ্চিৎ নিম্নে অতি কোমল স্থানে বৃহৎ একটী স্ফোটক হইয়া তাঁহাকে ধরা-শায়ী করিল। তিনি বাধ্য হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করিলেন। মিসেস কেনী কুঠীতেই রহিলেন। স্বামীর দুরবস্থা হইলে স্ত্রীর মনেই যে কিছু না হয় তাহা নহে। কেহ মনের কথা মনেই রাখে কেহ উদাসীন পথিকের ন্যায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। হায়রে জগৎ! যদিচ কেনী ঋণী, কিন্তু তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, নাই কেবল টাকা! সোনা রূপার অলঙ্কার তাহার আল্‌মারী পোরা। পাঠক! ভুলিয়াছেন? না মনে আছে? ঐ সকল অলঙ্কার কি কেনী নিজে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন? তাহা নহে—মনে হয় কি? ঐ সকল সেই অলঙ্কার নিরীহ কৃষক প্রজার পরিবারের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার,—লুটের মাল! মিসেস্ কেনী অনেক সরাইলেন। আমলাগণও হক নাহক খরচ লিখিয়া তহবিল কমাইয়া দিলেন। মোক্তার, উকীল, সত্য, মিথ্যা মোকদ্দমার খরচ লিখিয়া আপন আপন জমাখরচ দুরস্ত করিলেন। যে সকল খাজানার ডিক্রী প্রজার বিরুদ্ধে করিয়া ছিলেন, প্রজার নিকট কিছু কিছু সেলামী লইয়া কত চাপা দিলেন, কত তামাদী করিলেন, কত—বাড়ী চুরি, বাসা চুরির ভাণ করিয়া, কেহ আচ্ছা এক হাত মারিয়া আপন জিনিস পত্র সরাইয়া বাসায় আগুণ জ্বালিয়া দিলেন। ছার পোকা মশার বংশ একেবারে শেষ হইল। ধার যাহা পুড়িবার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অর্দ্ধ পোড়া ২০।২৫ বস্তা বাঁকী খাজানার ফয়সালা সাধারণকে দেখাইয়া এক বারেই শেষ করিয়া ফেলা হইল। কেনী পিড়ীত, এখনও জীবিত। তাহাতেই এই দশা। আমলা, নেগাহবান, কার্য্যকারক, বিষয় সম্পত্তি, দালান কোঠা সকলি আছে। শরীরের অর্দ্ধাংশ যে স্ত্রী তিনিও বাঁচিয়া আছেন, তত্রাচ এই দশা! জগতের কাণ্ডই এইরূপ!

কেনী আরোগ্য হইলেন। ভালমতে আরোগ্য হইয়া কুঠীতে আসিলেন। আবার কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বেশী হইতে

চলিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শেষ দীপ্ত দেখাইয়া চির নির্ব্বাণমুখ রূপ ধারণ করিল।

স্রোতস্বতীর খরতর গতী আর ঘটনা স্রোতের অবিশ্রান্ত গতি রোধ করিতে কাহারই সাধ্য নাই। ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। কেনী আবার পিড়ীত হইলেন। জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে যে স্থানে স্ফোটক হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে ভাল মত আরাম হইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইল। শেষে দেখা গেল যে সংযোগ স্থানের জোড়া খসিয়া গিয়াছে। যে স্থানে ঘা শুকাইয়া, জোড়া লাগিয়া উপরের চামড়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। কেনী তখনী কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পারিলেন কলিকাতা গমনের জোগাড় করিয়া সেই দিনই কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কুষ্টীয়া মহকুমা স্থাপন পর—রেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে। কলিকাতা যাওয়া আসা যতদুর সহজ হইতে হয় হইয়াছে। কোনরূপ খেজালত নাই। কেনী রেলওয়ে যোগে প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা পঁহুছিলেন। সঙ্গে মিসেস কেনী আর সোনাউল্লা খান্সামা।

কেনী গতবারে পিড়ীত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছিলেন, এবারেও কলিকাতার সেই প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান লইলেন।

কতক দিন পরে কুষ্টীয়া অঞ্চলে একটী কথা প্রকাশ হইল। সকলেরই শুনা কথা, নির্দ্দিষ্ট খবর কেহই বলিতে পারে না। মুখে মুখে কথাটা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল, যে কুষ্টীয়া অঞ্চলে সকলের মুখেই সেই কথা। "কেনী নাই।" দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেনীর জীবন-প্রদীপ ইহজীবনের মত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। আশা ভরসা, শত্রু দমন, পুনরায় নীল-কার্য্যের প্রচলন, প্রজা শাসন ইত্যাকার সমুদয় কার্য্য পড়িয়া রহিল। মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। কেনীর সংস্রবে যত প্রকার মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল, সমুদায় মুলতবী হইল। কয়েক দিন পরে নীট খবর পাওয়া গেল যে, "কেনী যথার্থই নাই।" মরণের কিছু পূর্ব্বে একখানি উইল পত্র লিখিয়া সমুদায় সম্পত্তি রিসিভারের জিম্বা করিয়া গিয়াছেন। দেনা পাঁচ লক্ষ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারগণ টাকা পাইবেন। দেশের লোক যেন

মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। মাথার উপর হইতে ভারি একটা বোঝা সরিয়া গেল। সকলের শরীরই যেন পাতলা পাতলা বোধ হইতে লাগিল। কেনীর দৌরাত্ম্য, কেনীর অত্যাচার, কেনীর কথা মনে হইলে মন সত্য সত্যই চঞ্চল। কিন্তু কিছুদিন কাহারও বিশ্বাসই হইল না যে কেনী ইহ-সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ, মায়া মমতা, আশা, ভরসা, হাত হইতে ছুটিয়া শান্তি ধামের অধিবাসী হইবে। খবর নিশ্চয়, আদালতের ঘর পর্য্যন্ত খবর—পাকা খবর কেনীর ষ্টেটের কার্য্য কর্ম্ম সমুদায় হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে বন্ধ। তত্রাচ বিশ্বাস নাই। বুঝি মরে নাই। কোন সময় হুট পাট করিয়া আসিয়া পড়িবে। সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস। কেনীর জীবন অন্তের পর অনেকেই কেনীর সেই দুর্দ্দান্ত চেহারা, শরীরের ভীষণ গঠন স্বপ্নাবেশে মানস চক্ষে দেখিয়া যথার্থই দেখিয়া যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।

মিসেস্ কেনী কুঠিতে আসিলেন। আপন জিনিস পত্র যাহা ছিল, তাহা লইয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। রিসিভার কর্ত্তৃত কেনীর সমুদয় ষ্টেট নীলাম হইল। কিন্তু নীলাম ডাকিবার লোক নাই বলিলেই হয়। ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে অন্য আর এক কোম্পানী খরিদ করিলেন। তিনিও বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। অন্য আর এক কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলেন। তিনিও সম্পত্তি শাসন করিয়া কর আদায়ে সমর্থ হইলেন না। বাধ্য হইয়া দেশীয় লোকের নিকট খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকেই ভাগ বণ্টক করিয়া কেনীর যাবতীয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইল। নীলকরের নাম দেশ হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরিণাম।

কেনীর জমীদারী খণ্ড খণ্ড হইয়া বাঙ্গালীর দখলে আসিল। শালঘর মধুয়ার কুঠী, একজন বাঙ্গালী ক্রয় করিলেন। আঙ্গিনা, প্রাঙ্গন, উদ্যান আর রহিল না। পাটের আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যে কুঠীর সীমায় জমীদার, তালুকদার, লক্ষপতি মহাজনের পা-ধরিতে গা কাঁপিয়াছে, ঘটনা-স্রোতে, নিয়তীর বিধানে, সেই সুরম্য দ্বিতল বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্বে সাধারণ

প্রজার কোষ্টার আবাদ, সিঁড়ি পর্য্যন্ত কোষ্টার আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যাঁহারা খরিদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাসের জন্য, সময় সময় বসিবার জন্য গুদামঘর নিদৃষ্ট হইয়াছে। অন্য অন্য দালান কোঠা পড়িয়া রহিয়াছে। চর্ম্মচটিকা, আরশুলা ইন্দুর, শৃগাল ইত্যাদি মনের আনন্দে দিবা রাত্র খেলা করিতেছে—ছুটাছুটী করিতেছে। এখন তাহারাই বেনীর সুরম্য বাসগৃহের অধিকারী—আপীস দালানের অধিকারী।

কিছু দিন পর গোয়ালন্দ লাইন খুলিল। গোয়ালন্দ ষ্টেসন এবং কোম্পানীর বাজার রক্ষা জন্য স্রোতস্বতী পদ্মার সহিত রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ লড়াই বাধিল। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, পদ্মার স্রোতের বেগ অন্য পথে ফিরাইয়া, ষ্টেসন, বাজার, ষ্টীমার ঘাট তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়র, বড় বড় বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে? একটী নদীর স্রোতই যদি বুদ্ধি কৌশলে দশ হাত তফাত দিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া যায়, তবে বিলাতী—গৌরব কি? ষ্টেসন, বাজার ষ্টীমার ঘাটই যদি পদ্মার স্রোতবেগ হইতে রক্ষা না করা যায়, তবে আর রেল কোম্পানীর ক্ষমতা কি? বাঙ্গালাদেশের নদীর সহিত যদি বেলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এস্পার নয় ওস্পার। পদ্মার স্রোতঃ ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেও আড়া আড়ী বাঁধ! ফেল ইট্ পাথর, দেখি পদ্মার জোর কত? দেখি পদ্মার স্রোতের তেজ, তরঙ্গের আঘাত? বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল "স্পার"। বিলাতী বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা, "স্পার" প্রস্তত হইল। একটী পাকা রাস্তা গোয়ালন্দের ঘাট হইতে পাকা রূপে পদ্মার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল। শীত কাল পদ্মা নিরব। যে প্রকারে ইচ্ছা সেই প্রকারে বড় বড় বাহাদুরী পুঁতিয়া স্পারের মাথা ঠিক রাখা হইল। স্পারের উপর রেল লাইন পর্য্যন্ত বসান হইল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! নদীর সিকি ভাগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তার দক্ষিণ বামে স্রোতবেগ কমিয়া গিয়া স্পারের মাথা ঘেসিয়া স্রোতঃ চলিতে লাগিল। ধন্য বিলাতী বুদ্ধি! ষ্টেসন, ষ্টীমার ঘাট, বাজার সকলি রক্ষা হইল। কোম্পানীর আনন্দের সীমা নাই। কাল স্রোতে বর্ষা স্রোত আসিয়া উপস্থিত। পদ্মার শ্রী অন্যরূপ। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি—ভীষণ

কল কল রব চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। স্পার আর টেকে না। প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যেবাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহাই একেবারে জলে ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যায় বড়ই লজ্জার কথা। স্পার রক্ষা করাই কোম্পানীর মত হইল। আরও দুই লাক টাকার বরাদ্দ হইল। যে উপায়ে হয় স্পার রক্ষা করিতেই হইবে। কোম্পানীর ইট্, পাথর যে খানে যাহা ছিল সমুদয় ট্রেনে আনিয়া স্পারে ঢালিতে লাগিল। কিছুতেই আর টেকে না। পদ্মা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষণ রবে ছুটিয়াছে। কার সাধ্য বাঁধ বাঁধিয়া আটকায়? বেলাতী ক্ষমতাও কম নহে। দিবা রাত্র ইট্ পাথর ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। যে খানে একটু দমিয়া যাই-তেছে, মুহুর্ত্ত মধ্যে পাথর ইট্ ফেলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ২৪ ঘণ্টা অনবরত লোক খাটিতেছে। কোম্পানীর ইট্ পাথর যাহা যেখানে ছিল সমুদয় স্পারের কল্যানে পদ্মার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন আর রক্ষার উপায় নাই। ইট্ পাথরের জোগাড় করিতে পারিলেও বা আশা ছিল! টাকার অসাধ্য কি আছে? রেলওয়ে লাইনের নিকট পুরাতন বাড়ী, নীলের কুঠী হউজ, জাঁতঘর যেখানে যাহা ছিল, দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যত সত্বর হইল পদ্মার বুকে ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইল। ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে সাধ্য কার! কেনীর বাসগৃহ, কুঠী, ইমারত সমুদয় রেল কোম্পানীর দ্বারা আনিত হইয়া পদ্মা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু স্পার টিকিল না। স্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা ভাবিয়া নিদৃষ্ট করি-তেও ক্ষমতা রহিল না। কেনীর দালানের ইট্ পর্য্যন্ত জগতের চক্ষে থাকিল না। যে স্পারে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে স্পার সমেত পদ্মা স্রোতে উড়িয়া গেল।

পথিকের মনের কথার প্রথম স্তর কেনীর প্রসঙ্গ পরিণামফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

পথিকের নিবেদন।

মনের কথার প্রথম স্তর মন খুলিয়া দেখাইলাম। কতস্তরে এবং কত তরঙ্গে এ কথার ইতি হইবে, তাহা পথিক অজ্ঞাত। তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে, পথিকের জীবনের ইতির সহিত কথার ইতি হইবে। আক্ষেপ রহিয়া যাইবে। কথা ফুরাইবে না। যত সত্বরে সম্ভব, ২য় স্তর প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন দয়াময় জগদীশ পথিকের শরীর মন সুস্থ রাখেন।

অনুগ্রহ প্রয়াশী

শ্রীউদাসীন পথিক।

সাং চলন্তপথ।

আহা সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লা৺ তাহারা যেন বন্দিনী! চিরবন্দিনী! ঘাটে মাঠে বাহির হয় না। সর্ব্বদা মাথা মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহা দূরে থাক্ হঠাৎ নজরে পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশী বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করে। এক পরিবারস্থ এক বাড়ীর আপন আত্মীয় স্বজন—এমন কি পিতার সম্মুখেও আহার করে না। স্বামীসহ সর্ব্বদা একত্র উঠা বসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয় না। অন্যের কথা কে বলে। পুরুষেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা পুরুষেরাই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা একরূপ বিধাতা। স্বামী মুখে, গুরুজন মুখে, কত কথা শুনিতেছে, কত বকুনী খাইতেছে সময় সময় অনেকে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, ফরিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে। এত কষ্ট, এত অসুখ, এত যন্ত্রণা, তবু পিতা মাতায় ভক্তি, ভ্রাতা ভগ্নীতে ভালবাসা, স্বামী স্ত্রীতে একাত্মা এক প্রাণ—কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা কোথায়ও শুনি নাই। কেতাবে স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, মিথ্যা বলিতেছি না,—আমরা সেই স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছি। এই কতক দিনে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। ক্ষণকালও আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আজই মিষ্টার কেনীকে পত্র লিখিব, এবং এই সপ্তাহেই দেশের মুখে চূণ কালী দিয়া সোণার ভারতেযাত্রা করিব। বাপরে! এমন বেআদব্ বেতমিজ দেশে ভদ্রলোকে বাস করে? সকলই সমান। কেহ কাহারও খাতির রাখে না—গ্রাহ্য করে না—মান্যও করে না। দুদণ্ড বসিয়া খোস্ গল্পেও সময় অতিবাহিত করে না। চাকর বেতনভোগী। চাকর মনিবের কত প্রশংসা করিবে, কত প্রকার যশঃগান গাইবে। সে কথার আভাষ কাহারও মুখে নাই। নির্দ্ধারিত বেতন, নিয়মিত কার্য্য! আর সকলেই যেন ব্যস্ত; আপন আপন কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত। ইস্তক লক্ষপতি লাগাএদ মুটে মজুর; সকলেই আপন আপন কার্য্যে সমান ব্যস্ত। মূল্যে অবশ্যই ন্যূনাধিক আছে। কিন্তু ব্যস্ত ও যত্নের মূল্য সকলের সমান। এমন কড়া দেশে আর আমার বাস করা সাজে না। আমি শীঘ্রই এদেশ পরিত্যাগ করিব। এজীবন থাকিতে আর জন্মভূমি[illegible] করিব না।

মিসেস্ কেনী সেই দিবসই শালঘর মধুয়ায় কেনীর নিকট পত্র লিখিয়া নিজে ডাক ঘরে দিয়া আসিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর! নাথ! আর আমার সহ্য হয় না! বিরহ বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়াছি। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে আগে জানিলে, বিরহে এত যাতনা আগে বুঝিলে, নাথ! আমি কথনই শালঘর মধুয়া পরিত্যাগ করিতাম না। ক্ষণকালের জন্যও ছাড়িয়া আসিতাম না। খুব শিক্ষা হইল। আর না—কথনই আর এরূপ হইবে না। আমি শীঘ্রই পৌঁছিতেছি। এই সপ্তাহেই জাহাজে উঠিব। অদ্যাই টিকিট থরিদ করিব————

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

প্যারীসুন্দরীর পরিণাম।

কুঠী লুটের মোকদ্দমায়, হাজিরা আসামীগণের ফাটক হইয়াছে। দারগা খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই;—গ্রেপ্তারও হয় নাই। কিছুই সন্ধান হইতেছে না। সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদয় জমিদারী ক্রোক করিয়া অছি সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশালের নিকট সাএস্তাবাদ নিবাসী সৈয়দ আবি আব্দুল্যা অছি সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সমুদয় জমিদারী সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রোক করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়াছেন। বহু তদবির, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম, বহু অর্থ ব্যয়ে জমিদারী খালাস করিলেন। নিরপরাধী কয়েক জন আমলা এবং বাজে চাকর, বিনা অপরাধে, সাক্ষীর দোষে, দোষী সাব্যস্তে—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। অন্নদায়ে চাকুরীতে মজিয়া, একেবারে প্রাণেই সারা পাইল। রামলোচন খালাস পাইলেন। "আহাম্মদ" মনিবের আদেশ, [illegible]শেষ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে গিয়া বিঘোরে, প্রাণ হারাইল। কালুর মাতার [illegible]ন্না সার হইল। বাঁশীর স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল! প্যারীসুন্দরী [illegible]দারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণ দায় হইতে মুক্তি হইলেন। আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রায় কমিয়া গেল। পাঠক! প্যারী সুন্দরীর প্রসঙ্গ [illegible] হইয়া অন্য কথা আরম্ভ হইল।